ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী

শ্রীল বলদেব-বিদ্যাভূষণ-বিরচিতা

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ।

ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী

শ্রীল বলদেব-বিদ্যাভূষণ-বিরচিতা

শ্রীহরিদাস দাসেন সম্পাদিতা

২৭, আটাপাড়া, সিঁথি বৈষ্ণবসম্মিলনীতঃ
শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস ভাগবতভূষণেন
প্রকাশিতা।

৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দঃ

[সর্ব্বস্বত্বং সুরক্ষিতম্]

প্রকাশক—
শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস
২৭, আটাপাড়া, সিঁথি,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জ্জীর লেন
কলিকাতা।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শনশাস্ত্রকৃৎ শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ই এই পুস্তিকার রচয়িতা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা 'ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী' নামক গ্রন্থখানারি অন্বেষণ করিতে করিতে এই পুঁথিখানা হস্তগত হইয়াছে। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনীতে 'ভেদাভেদবাদ' সম্বন্ধে বিচারাদি আছে বলিয়া তিনি স্বকৃত 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর' দ্বিতীয় অমৃত-বৃষ্টিতে লিখিয়াছেন। বহুদিন যাবৎ এই পুঁথিখানার অন্বেষণ করিয়াও কিছুতেই সাক্ষাৎকার হইল না!! শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণের এই ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনীতে 'ভেদাভেদবাদ' সম্বন্ধে কোনই প্রসঙ্গ নাই। ইহার সাতটি অধ্যায়ে (বৃষ্টিতে) ১৩৭ শ্লোকে ক্রমশঃ (১) ত্রিপাদ-বিভূতির বর্ণনা,(২) পাদবিভূতিগত পুরুষাদির বর্ণনা, (৩) শ্রীবসুদেব-নন্দ প্রভৃতির বংশাদি বর্ণনা, (৪) শ্রীনন্দ-রাজধানীর বর্ণনা, (৫) ভগবানের জন্মোৎসব-বর্ণনা, (৬) ভগবানের বাল্যাদি ক্রমলীলা-বর্ণনা এবং (৭) তাঁহার দ্বারকা হইতে পুনরায় ব্রজে আগমন-বর্ণনা হইয়াছে। Theodor Aufrecht প্রণীত Catalogus Catalogorum নামক গ্রন্থতালিকা-পুস্তকে ইহারই নাম দেখা যায়। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথের ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনীর কোনই উল্লেখ নাই। এই পুঁথি-খানা 'শ্রীশ্রীসোণারগৌরাঙ্গ' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। কতিপয় বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে তাহাই এক্ষণে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল। কৃপাময় পাঠকগণ আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া মূলগ্রন্থের স্বারস্য আস্বাদন করিলেই কৃতার্থ হইব। ইতি শ্রীদশহরা ৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দঃ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীহরিদাসদাস

শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী।

শ্রীমদ্ভাগবতায় নমঃ। ওঁ গৌরায় নমঃ।

—:*:—

প্রথমা বৃষ্টিঃ।

কৃষ্ণাভিধায়ৈ কনকাম্বরায়ৈ শ্যামাব্জভৈ সরসীরুহাক্ষ্যৈ।
নিত্যশ্রিয়ৈ নিত্যগুণব্রজায়ৈ নমোহস্তু তস্মৈ পরদেবতায়ৈ ॥১॥
সনাতনং রূপমিহোপদর্শয়ন্নানন্দ-সিন্ধুং পরিতঃ প্রবর্দ্ধয়ন্।
অন্তস্তমস্তোমহরঃ স রাজতাং চৈতন্যরূপো বিধুরদ্ভুতোদয়ঃ ॥ ২ ॥
বহুভূমসৌধ-সদৃশো বিজ্ঞানঘনো বহি স্তমস্তোমাৎ।
পরমব্যোমাভিখ্যো বিভাতি বিষ্ণো র্মহাদ্ভুতো লোকঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

যিনি পীতবসন পরিধান করিয়াছেন, যাহার অঙ্গকান্তি নীলপদ্মবৎ, যিনি পদ্ম-পলাশলোচন, যিনি শ্রীর (লক্ষ্মী বা রাধার) সহিত সদাকালের জন্য বিলাস করেন, [অথবা যিনি নিত্য শোভা-সম্পত্তিযুক্ত], নিখিল-কল্যাণ-গুণগণে সর্ব্বদা মণ্ডিত—সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-নামধেয় পরদেবতাকে নমস্কার করি॥ ১॥ (ক) যিনি এই জগতে নিজ নিত্যরূপ প্রকট করিয়া আনন্দ-সাগরকে চতুর্দ্দিকে প্রসৃত করতঃ জীবের অন্তরের অজ্ঞান রাশি নাশ করিয়াছেন—সেই অদ্ভুতোদয় চিন্ময় কৃষ্ণ বিরাজমান হউন। (খ) যিনি এই জগতে রূপ ও সনাতন নামক পার্ষদদ্বয়কে প্রকটন করিয়া ইতস্ততঃ আনন্দ-সাগর উচ্ছলিত করতঃ অন্তরের অজ্ঞান-রাশিকেও হরণ করিয়াছেন—সেই অদ্ভুতোদয় চৈতন্য-কৃষ্ণ বিরাজ করুন। (গ) যে চিদাত্মারূপ চন্দ্রমা নিজ সদাকালীন রূপ প্রকট করিয়া আনন্দরূপ সাগরকে বাড়াইয়া অন্তরের অন্ধকার রাশি বিনাশ করে, সেই অদ্ভুতোদয় জ্ঞান-চন্দ্রই বিরাজিত হউক

আস্তে কৃষ্ণো যত্র নারায়ণাখ্যা ব্যূহৈ র্জুষ্টো বাসুদেবাদি-সংজ্ঞৈঃ।
কুর্ব্বন্ ক্রীড়াং পার্ষদগ্রাম-সিদ্ধাং দীব্যদ্ভূতি র্নারসিংহাদি-রূপী ॥৪
নিত্যং লক্ষ্মী র্যমুপাস্তে স্ব-নাথং নানারূপা বহুরূপং পরেশং।
চিৎসৌখ্যাখ্যা স্বসমাভিঃ সখীভিঃ সর্ব্বেশানা বহুসম্ভার-পূর্ণা ॥ ৫
দীব্যতি তদুপরি লোকঃ কুশস্থলী-মধুপুরী-ব্রজাভিখ্যঃ।
যস্মিন্ বিলসতি কৃষ্ণো জনৈঃ স্বকীয়ৈঃ স দেবকী-সূনুঃ ॥ ৬॥
দ্বারাবত্যাং মধুপুর্য্যাঞ্চ কৃষ্ণং শৈনেয়াদ্যৈরুদ্ধবাদ্যৈশ্চ পূজ্যম্।
নানা সম্পন্নিভৃতায়াং পরেশং রুক্মিণ্যাদ্যাঃ সংভজন্তে শ্রিয় স্তম্ ॥ ৭

শ্রীগোকুলে হরিরসৌ ব্রজনাথ-সূনুঃ
শ্রীচর্চ্চিতে বহুসখোঽস্তি স-ভৃত্যবর্গঃ।
শ্রীরাধিকা প্রিয়সখীভিরধীশ্বরীয়ং
সংসেবতে স্বসদৃশীভিরনন্যবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

॥ ২ ॥ সার্ব্বভৌম নরপতির বহুবিধ চিত্রকলা-মণ্ডিত ও আলোকপূর্ণ অট্টালিকাবৎ বিজ্ঞানাখ্যা ও আবরণশীলা প্রকৃতির বাহিরে 'পরব্যোম' নামক শ্রীবিষ্ণুর এক মহা অদ্ভুত লোক প্রকাশিত আছেন। ৩॥ ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ-স্বরূপে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া দিব্য বিভূতি সম্পন্ন নরসিংহ প্রভৃতি রূপ প্রকটন পূর্ব্বক পার্ষদ-সমূহের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করেন॥ ৪॥ সেই প্রাণনাথ বহুরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপিনী সর্ব্বেশ্বরী লক্ষ্মী নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক নিজ সমানা সখীগণ সহ সদাকালের জন্য বহুবিধ সামগ্রীযোগে সেবা করিতেছেন ॥ ৫॥ তাহার উপরিভাগে দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজ নামক লোকসমূহ বর্ত্তমান আছেন। এই স্থানে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ স্বীয় জনগণ সহ নিত্য বিলাস করেন॥ ৬॥ বিবিধসম্পত্তি-পূর্ণ দ্বারকায় সাত্যকি প্রভৃতি দ্বারা এবং তথাবিধ মথুরায় উদ্ধবাদি কর্ত্তৃক পূজ্য পরমেশ্বর কৃষ্ণকে রুক্মিণী সত্যভামাদি লক্ষ্মী (মহিষী) গণ সম্যক্ প্রকারে সেবা করেন॥ ৭॥ লক্ষ্মীরও চিন্তনীয় (বাঞ্ছনীয়) শ্রীগোকুলে ঐ ব্রজেন্দ্রনন্দন হরিই বহু সখা ও ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে বিরাজ করেন, এবং অধীশ্বরী রাধাও স্বসদৃশা প্রিয়

এবংরূপো হরিরুল্লাতি নিত্যং যদ্ গোপালোপনিষত্তং তথাহ।
প্রাদুর্ভাবং স কদাচিৎ প্রপঞ্চেঽপ্যকেৎ স্বামী সকলাংশৈ র্বিশিষ্টঃ॥
মধুরৈশ্বর্য্য-চরিত্র-রূপবত্ত্বান্মধুরাদ্ বেণুরবাচ্চ নন্দ-সূনুঃ।
প্রিয়তাপূর্ণতমাজ্জনব্রজাচ্চ স্ফুটমুক্তঃ কবিভি র্বিভু র্বরীয়ান্॥১০॥

ইত্যৈশ্বর্য্য-কাদম্বিন্যাং ভগবত স্ত্রিপাদ্বিভূতি-বর্ণনং নাম
প্রথমা বৃষ্টিঃ॥

দ্বিতীয়া বৃষ্টিঃ॥*

সঙ্কর্ষণো হরিরথ প্রলয়াবসানে
জীবানুদীক্ষ্য করুণঃ ক্ষুভিতান্ সমস্তান্।
চৈপ্রেক্ষিষ্ট স্ব-প্রকৃতিমণ্ডঘটা স্ততস্তু
প্রাদুর্বভূবু রুরুভোগচয়ান্ দধানাঃ॥ ১॥

সখীগণ সহ অনন্যচিত্তে তাঁহার সেবা করেন॥ ৮॥ এইরূপে [প্রপঞ্চাতীত ধাম সমূহে] ঐ হরি নিত্য ক্রীড়াশীল হইয়া থাকেন ; ইহাই গোপালতাপনী উপনিষদের উক্তি। সেই জগৎস্বামী কখনও বা সকল অংশের সহিতই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হয়েন॥ ৯॥ শ্রীনন্দনন্দন—মধুর ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত চরিত্রবান্ (লীলাশীল) ও রূপবান্ বলিয়া—মধুর বেণুবাদক বলিয়া ও (প্রেমে) পরিকরগণকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া কবিগণ ইহাঁকে পরিস্ফুটরূপেই বিভু এবং বরীয়ান্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভু) বলিয়াছেন।

ইতি প্রথমা বৃষ্টি॥ ১॥

'সঙ্কর্ষণ নামক হরি (প্রথম পুরুষ) প্রলয়ান্তে সমস্ত জীবগণকে চঞ্চল দর্শন করিয়া করুণ হইলেন এবং নিজ প্রকৃতির প্রতি নিরীক্ষণ

---

* এই প্রকরণে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে 'লঘুভাগবতামৃত' অনুসন্ধেয়।

তেষাং স্বগর্ভেষু হরি স্তদাঽভূৎ
প্রদ্যুম্ন-সংজ্ঞো জনকো বিরিঞ্চেঃ।
ভবন্তি যস্মাদ্ বহবোঽবতারা
মীনাদয়োঽনন্তগুণা বিভুম্নঃ ॥ ২ ॥
অন্তর্য্যামী ব্যষ্টি-জীব-ব্রজানাং
জাত স্তেষু ক্ষীরধিস্থোঽনিরুদ্ধঃ।
সার্দ্ধং দেবৈঃ ক্রীড়তি প্রাজ্যতেজা
স্তেষাং শত্রূন্নাশয়ন্ যঃ সমন্তাৎ ॥ ৩ ॥
যদা যদা রাক্ষস-সৈন্যজালৈ
র্ধর্ম্ম-ক্ষতিঃ স্যাৎ প্রশমায় তস্যাঃ।
তদা তদা শ্রীমহিলঃ সরামঃ
স-বাসুদেবশ্চ ভবেৎ কদাচিৎ ॥ ৪ ॥
প্রহ্লাদং যঃ খিদ্যমানং স্বভৃত্যং
বীক্ষ্য স্তম্ভাদাবীরাসীন্নৃসিংহঃ।
উগ্রোঽদারীত্তদ্রিপুং সানুকম্পঃ
শ্রীগোবিন্দো নন্দসূনুঃ স জীয়াৎ ॥ ৫ ॥

করিলেন—তদনন্তর বহু ভোগ সামগ্রী ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডাবলির প্রাদুর্ভাব হইল ॥ ১ ॥ সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সেই হরি তখন 'প্রদ্যুম্ন' নামে বিরাজ করিলেন—তিনিই বিরিঞ্চির (ব্রহ্মার) পিতা—সেই সর্ব্বব্যাপক প্রভু হইতেই অনন্তগুণসম্পন্ন মীনাদি বহু বহু অবতার হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥ অনন্তর ব্যষ্টি (পৃথক পৃথক) জীবসমূহের অন্তর্য্যামী হইয়া তিনিই আবার ক্ষীরোদ-সাগরস্থ 'অনিরুদ্ধ' রূপে সেই ব্রহ্মাণ্ডাবলীতে প্রকাশ পাইলেন। ইনি মহাতেজস্বী এবং দেবশত্রুদের সম্যক্ বিনাশ সাধন করিয়া দেবগণের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করেন ॥ ৩ ॥ যখন যখনই অসুর-সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-ক্ষতি হয়—তখন তখনই তাহার প্রশমন জন্য সেই লক্ষ্মীকান্ত রাম (বলদেব) ও বাসুদেবের (ব্যূহ) সহিত কখনও অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ যিনি নিজভৃত্য প্রহ্লাদের দুঃখরাশি দর্শন করিয়া স্তম্ভ

স্বয়ং হরিঃ স কদাচিৎ স-ধামা
স-পার্ষদো যদি গচ্ছেন্নৃলোকম্।
ভুবো ভরঃ স তদেয়াৎ প্রণাশং
ভবেদ্ বহুঃ স্বজনানাং প্রমোদঃ ॥ ৬ ॥
আবির্ভবেৎ প্রথমং ধাম বিষ্ণোঃ
পিত্রাদয়ঃ ক্রমতস্তত্র মুখ্যাঃ।
পশ্চাদসৌ রময়া তৎসমাভিঃ
সার্দ্ধং প্রভুঃ পরমর্দ্ধিঃ প্রিয়াভিঃ ॥ ৭ ॥
বিদ্যা স্তত্র স্বয়মেব প্রভাতা
শ্চাতুর্য্যশ্চাপ্যখিলাঃ পার্ষদেষু।
স্বস্বাপেক্ষ্যা হরিভক্তিঃ প্রতীতা
বিভ্রাজেরন্নিখিলাঃ সম্পদশ্চ ॥ ৮ ॥

ইত্যৈশ্বর্য্যকাদম্বিন্যামেকপাদ-বিভূতি-ভগবৎপুরুষাস্যাবির্ভাব-ক্রমবর্ণনং
দ্বিতীয়া বৃষ্টিঃ ॥ ২ ॥

হইতে নৃসিংহরূপে উগ্র মূর্ত্তি প্রকট করিয়া নিজ শত্রুকে বধ করিয়াছেন—সেই দয়ালু নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥ যদি কখনও সেই হরি স্বয়ং নিজ ধাম ও পার্ষদগণের সহিত নরলোকে আগমন করেন—তবে পৃথিবীর ভার হরণ হয় এবং নিজজন (ভক্ত) গণের বহু আনন্দসাধন হয় ॥ ৬ ॥ প্রথমতঃ বিষ্ণুধামের আবির্ভাব হয়, তৎপরে পিত্রাদি মুখ্য মুখ্য গুরুগণ, এবং তৎপশ্চাৎ সেই প্রভু পরম সমৃদ্ধিযুক্ত হইয়াও প্রিয়া লক্ষ্মীগণসহ আবির্ভূত হয়েন ॥ ৭ ॥ এই পার্ষদগণে নিখিল বিদ্যা স্বয়ংই সমুপলব্ধ হয়, অখিল চাতুরী স্বতঃই সমুৎপন্ন হয়, তাবানুযায়ী হরিভক্তি ইহাদিগকে বরণ করিয়া থাকে এবং সকল সম্পৎই ইহাদের করতলগত ॥৮॥

ইতি দ্বিতীয় বৃষ্টি ॥ ২ ॥

তৃতীয়া বৃষ্টিঃ ।

বৃষ্ণে র্বংশে দেবমীঢ়ঃ স যোঽভূৎ
ভার্য্যে তস্য ক্ষত্রিয়ার্য্যে প্রসিদ্ধে ।
শূরাভিখ্যঃ ক্ষত্রিয়ায়াং কুমারঃ
পর্জ্জন্যাখ্যঃ সম্বভূবার্য্যকায়াম্ ॥ ১ ॥
শূরাদাসীদ্বসুদেবো মহাত্মা
পত্নী যস্য প্রগুণা দেবকী সা ।
পর্জ্জন্যাত্তু ব্রজভূপাৎ স নন্দো
পত্নী যস্যোত্তমকান্তি র্যশোদা ॥ ২ ॥
যস্মিন্ জাতে ত্রিদিবেশৈরকারি
প্রীত্যুৎফুল্লৈ র্বরবাদিত্র-ঘোষঃ ।
স্থানং বিষ্ণো র্বসুদেবং স শৌরি
র্মান্যো দাতা দ্বিজসেবী বভূব ॥ ৩ ॥
বৈয়াসকি র্যাং কিল সর্ব্বদেবতাং
জগাদ বিদ্বানপি দেবরূপিণীম ।
সা দেবকী বিশ্বধরং মহেশ্বরং
দধার কুক্ষৌ কিমু চিত্রমুচ্চকৈঃ ॥ ৪ ॥

বৃষ্ণি-বংশে 'দেবমীঢ়' নামে যে এক নরপতি ছিলেন—তাঁহার ক্ষত্রিয়া ও অর্য্যা নামে প্রসিদ্ধ দুই পত্নী ছিলেন। ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূর ও অর্য্যার (বৈশ্যা) গর্ভে পর্জ্জন্য নামে দুই কুমার জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥ শূরের ঔরসে 'বসুদেব' নামক মহাত্মা আবির্ভূত হয়েন, ইঁহার নিখিল গুণমণ্ডিতা পত্নীর নামই 'দেবকী'। ব্রজনৃপতি পর্জন্যের ঔরসে 'নন্দ' আবির্ভূত হয়েন—ইঁহার মহারূপবতী ভার্য্যার নামই 'যশোদা' ॥ ২ ॥ যাঁহার জন্ম-কালে আনন্দভরে উৎফুল্ল দেবমণ্ডলী দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজাইয়াছেন, —বিষ্ণুর প্রকাশ-স্থান সেই শৌরি (বসুদেব) লোকমান্য, দাতা ও দ্বিজসেবী হইলেন ॥ ৩ ॥ পণ্ডিত শুকদেব গোস্বামী পর্য্যন্ত যে সর্ব্বদেবতাময়ী

নন্দঃ শ্রীকান্ত-ভক্তো ব্রজধরণি-পতিঃ শাস্ত্রবিদ্ধর্ম্মনিষ্ঠঃ
সামন্তৈঃ স্নিগ্ধচিত্তৈরপি সচিববরৈঃ শাসনস্থৈ র্বরিষ্ঠঃ।
প্রাকারী রত্নসৌধোঽপরিমিত-ধবলশ্চিত্র-বাদিত্রনাদে
র্জুষ্টৌ যানৈ রথাদ্যৈ র্বহুবিধবিভবঃ সর্ব্বমান্যঃ স আসীৎ ॥৫॥

বিষ্ণু বিশ্বঞ্চোষতুঃ কুক্ষি-কোণে
যস্যা স্তন্যেনাপ তৃপ্তিং স ভূমা।
লক্ষ্মীঃ পাদৌ সাদরাস্যা ববন্দে
সা কল্যাণী কেন বর্ণ্যা যশোদা ॥ ৬ ॥

বন্ধবো ব্রজপতে র্বহুবিদ্যাঃ
সাগ্নয়ো হরি-গুরু-দ্বিজ-ভক্তাঃ।
সম্পদোঽতিবিপুলাঃ কিল যেষাং।
ধেনবো বহুহয়াশ্চ বিরেজুঃ ॥ ৭ ॥

দেবকীকে দেবরূপিণী (ভাগ—১০।৩) বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—সেই দেবকী বিশ্বধারক মহেশ্বরকে স্বীয় উদরে ধারণ করিয়াছেন !! অহো ! ইহা হইতে বিস্ময় আর কি হইতে পারে ? । ৪ ॥ লক্ষ্মীকান্ত-ভক্ত ব্রজ-নরপতি নন্দ শাস্ত্রবিৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন—স্নিগ্ধচিত্ত সামন্তগণ ও শাসনাধীন মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার প্রাচীরযুক্ত রত্নময় অট্টালিকা ছিল—অসংখ্য ধবল (বৃষ ও ধেনু) ইত্যাদি ছিল—তিনি বিচিত্র বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত সেই রাজধানীতে রথাদি যানারোহণ করিয়া সুখানুভব করিতেন—এইভাবে নানা বৈভব-বান্ সেই নন্দ মহারাজ সর্ব্বমান্য হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ বিষ্ণু এবং সমগ্র বিশ্বই যাঁহার কুক্ষিকোণে অবস্থান করিয়াছেন—সেই ভূমা (বিরাট) পুরুষ যাঁহার স্তন্য-পানে তৃপ্তি-লাভ করিয়াছেন এবং লক্ষ্মীও আদরপূর্ব্বক যাঁহার পাদযুগল বন্দনা করিয়াছেন—কে সেই কল্যাণী যশোদার গুণ-গরিমা বর্ণন করিতে পারে ? ॥ ৬ ॥ ব্রজরাজের বন্ধুগণ সকলেই বিদ্বান্, সাগ্নিক ও হরি, গুরু ও দ্বিজভক্ত ছিলেন। তাঁহাদেরও প্রভূত সম্পত্তি এবং বহু বহু ধেনু এবং অশ্বাদি ছিল ॥ ৭ ॥ বৃষভানু রাজা নন্দ মহারাজের সখা ছিলেন—তিনি সকল গুণে বরীয়ান ছিলেন, তাঁহার নিখিলকল্যাণ-গুণগণ-সেবিতা কন্যাই

আসীৎ সখা বৃষভানু র্মহীপো
নন্দস্য যো গুণবৃন্দে র্বরীয়ান্।
কন্যা যতঃ প্রগুণা রাধিকা সা
বেদঃ শ্রিয়ামধিপাং যামবোচৎ॥ ৮॥

প্রীতিং যস্মিন্ সুষ্ঠু তৌর্য্যত্রিকজ্ঞাঃ
প্রাপুঃ সূতা মাগধা বন্দিনশ্চ।
সর্ব্বাভিজ্ঞা দর্শিত-স্বস্ব-বিদ্যা
যস্মাৎ কামান্ লেভিরে তেঽভিমৃগ্যান্॥ ৯॥

দানাম্ভসাং যস্য নদীভিরুচ্চৈ
র্নীবৃন্নদীমাতৃকতাং দধার।
কল্পদ্রুমাঃ কামদুঘাশ্চ শশ্বৎ
কামান্ সমস্তান্ ববৃষু র্মনোজ্ঞান্॥ ১০॥

গোবর্দ্ধনো যস্য সরত্ন-শৈলঃ
সুনির্ঝরঃ কন্দর-মন্দিরাঢ্যঃ।
পুষ্পৈঃ ফলৈঃ সদ্‌যবসৈশ্চ রম্যো
যথার্থনামা বিততান সেবাম্॥ ১১॥

ইত্যৈশ্বর্য্য-কাদম্বিন্যাং বসুদেবো-নন্দয়ো র্বৃষ্ণিবংশোদ্ভবেত্যাদি-বর্ণনং
তৃতীয়া বৃষ্টিঃ॥ ৩॥

"শ্রীরাধা"। বেদ ইঁহাকেই লক্ষ্মীগণের অধীশ্বরী (সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী) বলিয়াছেন॥ ৮॥ এই রাজার ব্যবহারে নৃত্য গীত বাদ্য পরায়ণ জনগণ, সূত, মাগধ ও বন্দীগণ সকলেই সম্যক প্রীতিলাভ করিতেন—কলাবিদগণ সকলেই নিজ নিজ বিদ্যা প্রদর্শন করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সকল প্রকারেই অভীষ্ট লাভ করিতেন॥ ৯॥ তাঁহার দানরূপ জলময়-প্রবাহে উচ্চ দেশও নদীমাতৃক (নদীজলজাত শস্য-পালিত) হইয়াছিল এবং অভীষ্টপূরক কল্পবৃক্ষগণও সমস্ত মনোজ্ঞ কমনীয় বস্তুরাজি নিরন্তর বর্ষণ করিত॥ ১০॥ উঁহার রত্নময় পর্ব্বত গোবর্দ্ধনে উত্তমোত্তম নির্ঝর ছিল—গুহামন্দিরে পূর্ণ

ছিল—পুষ্পে ফলে ও উত্তম ঘাসে রমণীয় এই গোবর্দ্ধন (গোগণের বর্দ্ধনকারী) নামের সার্থকতা বহন করিয়া নন্দ মহারাজের সেবা করিতেন ৷ ১১ ॥

ইতি তৃতীয় বৃষ্টি ॥ ৩ ॥

চতুর্থী বৃষ্টিঃ ।

বৃহদ্বনে যস্য বৃহৎ কপাটং
পুরং বৃহৎ সৌধবরং বভাসে ।
অজন্মনো জন্মহরস্য যস্মিন্
বভূব জন্ম প্রগুণস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১ ॥

ভানুভূপ-ভবনং যদন্তিকে
কান্তি-কন্দলসমুৎপুষ্কলং বভৌ ।
প্রেয়সী ব্রজবিধো র্মহেশ্বরী
সম্বভূব কিল যত্র রাধিকা ॥ ২ ॥

নন্দীশ্বরাদ্রে র্মণিচিত্র-সানো
রুপত্যকায়াং বহুনির্ঝরস্য ।
পুষ্পৈঃ ফলৈশ্চাতিমনোহরস্য
পুরং ব্রজেশস্য মহত্তদাসীৎ ॥ ৩ ॥

মহাবনে নন্দমহারাজের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কপাটযুক্ত একটী পুরী আছে—তাহাতে অতি বৃহৎ অট্টালিকা-রাজিও বর্ত্তমান—এই স্থানেই জন্ম-নাশন অজ (জন্মরহিত) নিখিলকল্যাণ-গুণাকর শ্রীবিষ্ণুর জন্ম (প্রাদুর্ভাব) হয় । ৷ ১ ॥ ইহার নিকটেই বৃষভানু রাজার নগরী বর্ত্তমান আছে—তাহাও কান্তিরাশির উদ্গমে সর্ব্বোত্তম হইয়া উদ্ভাসিত আছে । এই স্থানেই ব্রজ-চন্দ্রমার প্রেয়সী মহেশ্বরী রাধা আবির্ভূতা হয়েন ॥ ২ ॥ নন্দীশ্বর পর্ব্বতের সানুদেশ (সমতল ভূমি) সমূহ বিচিত্র মণিগণ-খচিত—উহাতে বহু বহু ঝরণা আছে, ঐ পর্ব্বত পুষ্প ও ফলে অতি মনোরম । ইহারই উপত্যকায়

যস্মিন্ বিচিত্রৈ র্মণিভিঃ প্রণীতা
ভান্তি স্ম হর্ম্ম্যাট্টক-নিষ্কুটাস্থাঃ।
সমানসূত্রে বিহিতা বিপণ্যঃ
কূপাঃ সরস্যশ্চ তথাবিধা স্তাঃ॥ ৪॥
যদহরম্মনো রত্ন-গোপুরৈ
রুরুভি রষ্টভি শ্চারু-গোপুরৈঃ।
রুরুচিরে ভৃশং যেষু রক্ষিণঃ
কনকভূষণা ভূপ-পক্ষিণঃ॥ ৫॥
যন্মধ্যমং ব্রজপতেঃ কিল সপ্তভূমং
সৌধং ররাজ বিমলং বিলসৎপতাকম্।
বৈদূর্য্য-বিদ্রুম-মসারমণি-প্রণীত-
স্তম্ভালিজাল-বলভী-কুল-সদ্বলীকম॥ ৬॥
নিরস্তমায়াঽপি বিচিত্রমায়া
বাসো রমায়া নিখিলার্চ্চিতস্ত।

(নিকট দেশে) ব্রজেশ্বরের (অন্যতম) সর্ব্বপ্রধান পুরী বর্ত্তমান আছে॥ ৩॥ ঐ পুরীতে বিচিত্র মণিগণ-বিনির্ম্মিত প্রাসাদ, অট্টালিকা ও উপবনাদি বিরাজমান—একই সমান সূত্রে উহার বিপণী (দোকান) শ্রেণী সজ্জিত রহিয়াছে ; কূপ, সরোবরাদিও ঐভাবেই সুশ্রেণীবদ্ধ॥৪॥ ঐ পুরীতে বহু বহু রত্নময় তোরণদ্বার-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটি সুচারু গোশালা ছিল—স্বর্ণালঙ্কার-ধারী নন্দ মহারাজের পক্ষীয় (নিযুক্ত) বহু বহু রক্ষক সর্ব্বদাই ঐ দ্বার-সমূহে ইতস্ততঃ সঞ্চালনে দীপ্তিমালা বিস্তার করিতেন॥ ৫॥ উহারই মধ্যদেশে ব্রজরাজের সপ্ততাল-বিশিষ্ট বিমল অট্টালিকা বিরাজমান—তাহাতে পতাকারাজি উড্ডীয়মান হইতেছে ; তাহার স্তম্ভরাজি, গবাক্ষ ও চন্দ্রশালা প্রভৃতি এবং বলীক (চালের ছাঁচ) ইত্যাদিও বৈদূর্য্য, প্রবাল এবং ইন্দ্র নীলাদি-মণিসমূহ দ্বারা খচিত ছিল। ॥ ৬॥ উহা মায়া (অজ্ঞান, অবিদ্যাদি) রহিত হইলেও তাহাতে বিচিত্র মায়া (ইন্দ্র-জালাদি বিদ্যা, বুদ্ধি বা কৃপাদি) ছিল ; উহা লক্ষ্মীদেবীরও বাসভূমি ছিল—এবং সর্ব্ব-বন্দনীয় নন্দ মহারাজের

সভাঃ সভা নন্দনৃপস্য যস্মিন্
সভাজিতা শিল্পিবরৈ রদীপি ॥ ৭ ॥
ইন্দ্র-গর্ব্বহর-পর্ব্ব-ভূষিতৈ
র্যস্য রাজপুরুষৈ রধিষ্ঠিতাঃ।
তোরণাশ্চ কনকাদি-নির্ম্মিতাঃ
প্রোজ্জিহান-মণিতোরণা বভুঃ ॥ ৮ ॥
নলিকাবলি-বর্ত্মভি র্জলৌঘৈঃ
কটকস্থাৎ সরসঃ সমুৎপতদ্ভিঃ।
সদনেষু সনিষ্কুটেষু যস্মিন্
জলযন্ত্রাণ্যুদগু বিচিত্রভানি ॥ ৯ ॥
বৈদূর্য্য-বজ্রাদি-বিনির্ম্মিতানি
স্ফুরৎপতাকান্যনিশোৎসবানি।
সদ্মানি পদ্মা-মহিলস্য বিষ্ণো
র্বভুঃ প্রভূতদ্যুতিমন্তি যস্মিন্ ॥ ১০ ॥
স্থিরচয়ো বৃহদ্বলয়োচ্ছ্রিতঃ
কপিশিরশ্চয়ৈ রতিমঞ্জুলঃ।

ঐ উজ্জ্বল গৃহটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীগণেরও আদরণীয় ছিল ॥ ৭ ॥ উহার মণিময় তোরণদ্বার-বিজয়ী স্বর্ণাদিনির্ম্মিত তোরণদ্বারগুলিতে ইন্দ্র-গর্ব্বহর কৃষ্ণের উৎসবাদিতে অথবা গোবর্দ্ধন পূজাবসরে ভূষিত রাজপুরুষগণ অধিষ্ঠান করিত ॥ ৮ ॥ ঐ নন্দীশ্বর পর্ব্বতের মধ্যদেশস্থ সরোবর হইতে সমুৎপতিত জলরাশি প্রণালী সমূহ দ্বারা উপবনমণ্ডিত গৃহ-সমূহে চালিত হইয়া বিচিত্র প্রভা-শোভিত জল-যন্ত্র (ফোয়ারা) সকলের অভ্যুত্থান সম্পাদন করিত ॥৯॥ ঐ পুরীতে বৈদূর্য্য-হীরকাদি-খচিত, পতাকাদি-শোভিত এবং নিরন্তর উৎসবময় প্রচুর কান্তিময় গৃহরাজি বর্ত্তমান আছে। উহাতে লক্ষীকান্ত বিষ্ণু বাস্তব্য করেন ॥ ১০ ॥ ঐ পুরীর চতুর্দ্দিকে একটি সুমহান প্রাকার (বেষ্টন) আছে, উহাতে বহু বহু বৃক্ষ আছে—উহা বৃহৎ, গোলাকার ও অতি উচ্চ—ঐ প্রাকারের অগ্রভাগগুলিও অতীব মনোহর—উহাতে পার্ব্বত্য ঝরণার

গিরিঝরাম্বুভৃৎ পরিখাঙ্কিতো
যদভিতোঽলসদ্ বরগো বরঃ ॥ ১১ ॥

বন্ধন-কৃশিম-কর্দ্দম-শব্দাঃ কেশমধ্য-মৃগনাভিষু যস্মিন্ ।
চামরাদিষু চ দণ্ড-নিনাদঃ সোর্শ্মিতা রত সরিৎ-সরসীষু ॥১২॥

তীক্ষ্ণতা-কঠিনতে যুবতীনাং বর্ণিতে কিল কটাক্ষ-কুচেষু ।
ছিদ্রিতা-কুটিলতে ক্রমত স্তে মৌক্তিকেষু চ কচেষু যত্র ॥১৩॥ *

পুরং বৃহৎ সানুগিরে রুপান্তে হরেঃ প্রিয়ং তাদৃশমুদ্বভাসে ।
সরস্বতী-জুষ্টমধি প্রবীরং যদধ্যতিষ্ঠদ্ বৃষভানু-ভূপঃ ॥ ১৪ ॥

ইত্যৈশ্বর্য্য-কাদম্বিন্যাং শ্রীনন্দ-নৃপ-রাজধানী বর্ণনং চতুর্থী বৃষ্টিঃ ॥৪॥

জলও আছে—এবং পরিখাও (গড়খাই ইত্যাদি) আছে ॥ ১১ ॥ ঐ পুরীতে কেশেই 'বন্ধন' শব্দ ব্যবহৃত হয়, (অন্যত্র চোর দস্যু প্রভৃতিতে নহে) 'কৃশ' শব্দ মধ্য (কটি) দেশেই ব্যবহৃত হয়, (অন্যত্র নহে) এবং 'কর্দ্দম' শব্দও মৃগনাভিতেই প্রচলিত আছে, (অন্যত্র পঙ্কাদিতে নহে); এইরূপ চামরাদিতেই 'দণ্ড' শব্দ প্রযুক্ত হয়, (নীতিতে নহে) এবং নদী সরোবর ইত্যাদিতেই 'ঊর্ম্মি' শব্দের প্রয়োগ হয়, কিন্তু বুভুক্ষাদি পীড়াতে * নহে ॥ ১২ ॥ উহাতে যুবতীদের কটাক্ষ ও কুচযুগলের-বর্ণনাতেই কেবল তীক্ষ্ণতা ও কঠিনতা শব্দের প্রয়োগ হয় এবং মুক্তা ও কেশকলাপেই কেবল ছিদ্রত্ব ও কুটিলত্ব ব্যবহৃত হয় ॥ ১৩ ॥ এই নন্দীশ্বর পর্ব্বতের নিকটে শ্রীহরিপ্রিয় প্রকাণ্ড সানুদেশ (সমতলভূমি) যুক্ত একটি পুরী ঐ প্রকারেই শোভা বিস্তার করিতেছে; ঐ পুরীটী সরস্বতী-কর্ত্তৃক নিষেবিত ও বড় বড় বীরগণ উহাতে বাস করেন। এই পুরীতেই বৃষভানু মহারাজ বাস্তবা করিতেন ॥ ১৪ ॥

ইতি চতুর্থ বৃষ্টি ॥ ৪ ॥

---

* বুভুক্ষাদয়ঃ ষট্—

"বুভুক্ষা-চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসঃ স্মৃতৌ ।
শোকমোহৌ শরীরস্য জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥"

পঞ্চমী বৃষ্টিঃ।

প্রাদুর্ভূতো নন্দমেবং স কৃষ্ণঃ
শ্রীমান্ শৌরিঞ্চাবিবেশাম্বুজাক্ষঃ।
তাভ্যাং ন্যস্তং বৈধদীক্ষান্বিতাভ্যাং
তৎপত্ন্যৌ সম্প্রাপ্য তং দধ্রতুস্তে॥ ১॥
সখ্যৌ স্বয়ো দৈবগর্ভত্ব-যোগাদ্
বিদ্যুন্নিভা কায়-কান্তির্বভাসে।
সঙ্ঘং সতাং মোদয়ন্তী সমন্তাদ্
বৃন্দং দ্বিষাং তাপয়ন্তী সমাসীৎ॥ ২॥
প্রাদুর্ভাবং ভজমানে মুকুন্দে
বাদিত্রাণি স্বয়মেব প্রণেদুঃ।
সংফুল্লাঽভূদ্বনরাজী সমন্তাৎ
সার্দ্ধং চিত্তৈর্দ্বিজভক্ত-ব্রজানাম্॥ ৩॥
নভস্য মাসি পাদ্মভেঽসিতাষ্টমী-নিশার্দ্ধকে
ব্রজেশ্বরী সদুর্গকং হরিং সুখাদজীজনৎ।

এইরূপে পদ্মপলাশলোচন শ্রীমান্ কৃষ্ণ নন্দ-দেহে আবির্ভূত হইলেন এবং বসুদেব-দেহেও প্রবেশ করিলেন। নন্দ ও বসুদেব বৈধদীক্ষাবলম্বনে যশোদা ও দেবকী নামক পত্নীদ্বয়ে তাঁহাকে অর্পন করিলে তাঁহারা উঁহাকে পাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন॥ ১॥ যশোদা ও দেবকীর দৈবক্রমে গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদের অঙ্গকান্তি বিদ্যুদ্বৎ উজ্জল হইল। তাহাতে সজ্জনগণ আনন্দ পাইলেন এবং শত্রুবর্গের হৃদয়ে তাপ উপস্থিত হইল॥ ২॥ মুকুন্দের আবির্ভাব-সময়ে বাদ্যসমূহ স্বয়ংই ধ্বনিত হইতেছিল, বনরাজি ফুলে ফলে সুসজ্জিত হইল। সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তমণ্ডলীর চিত্তের প্রসন্নতা হইল॥ ৩॥ ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে নিশার্দ্ধকালে ব্রজেশ্বরী যশোদা দুর্গা (একানংশা) ও হরিকে সুপ্রসব করিলেন, দেবকীও তখনই কেবল সেই হরিকেই আনন্দে প্রসব করিলেন। তখন বিশুদ্ধ-চিত্ত সাধুগণের আনন্দ আর ধরে না॥ ৪॥

অসূত দেবকী চ তং তদৈব কেবলং মুদা
বভূব মোদ-সঞ্চয়ঃ সতাং বিশুদ্ধ-চেতসাম্ ॥ ৪ ॥
দৃষ্ট্বা পুত্রং বসুদেবঃ পরেশং হৃষ্টঃ প্রাদাদযুতং গাঃ হৃদৈব।
কংসাদ্ ভীতো ব্রজরাজস্য গেহং নিন্যে ভ্রাতু স্ত্বরিতং তং প্রবীরম্ ॥ ৫ ॥

হিত্বা তস্মিন্নাত্মপুত্রং যশোদা-
কন্যাং নীত্বা সোঽভ্যদাৎ কংসরাজে।
ঐক্যং বিভ্বো র্বভয়ো র্বা তদাভূদ্
একানংশাঽচিন্ত্যশক্তি র্যতোঽসৌ ॥ ৬ ॥
সুতং বিদন্ পরিজন-বক্ত্রতো হরিং
পরিপ্লুতঃ পরিহিত-বেশভূষণঃ।
অচীকরন্ নিজতনয়স্য জাতকং
দ্বিজোত্তমৈঃ শ্রুত-বিধিনা ব্রজাধিপঃ ॥ ৭ ॥
পুত্রোৎসবে সংপ্রদদৌ স নন্দো
হর্ষান্বিতো ভূপতিরত্যুদারঃ।
স্বলঙ্কৃতা বৎসযুতাশ্চ ধেনূঃ
শ্রদ্ধান্বিতো দ্বে নিযুতে দ্বিজেভ্যঃ ॥ ৮ ॥

বসুদেব নিজপুত্র পরমেশ্বরের রূপদর্শনে আনন্দভরে মনে মনেই অযুত ধেনু দান করিলেন এবং কংসভয়ে শীঘ্রই সেই প্রবীর (মহাবলশালী) পুত্রকে নিজ ভ্রাতা ব্রজরাজের গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৫ ॥ ব্রজরাজ-মহলে তিনি নিজ পুত্রকে রাখিয়া যশোদা-কন্যা একানংসাকে লইয়া গিয়া কংসরাজকে দিলেন। তখন ঐ প্রভুযুগলের বা বালক-যুগলের একত্ব প্রাপ্তি হইল; যেহেতু ঐ একানংসা দেবী অনন্ত-শক্তিময়ী ॥ ৬ ॥ ব্রজপতি নন্দ পরিজন-মুখে শ্রীহরি তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া আনন্দভরে বেশ-ভূষাদি পরিধানপূর্ব্বক উত্তমোত্তম ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বেদ-বিহিত মতে নিজ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সব সমাপন করিলেন ॥ ৭ ॥ অতি উদার নন্দ মহারাজ এই পুত্রোৎসব-উপলক্ষে আনন্দাতিশয্যে শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণ-গণকে দুই নিযুত স্বর্ণালঙ্কারাদি-ভূষিত ও সবৎস ধেনু দান করিলেন ॥ ৮ ॥

সপ্ত প্রাদাদ্ ব্রাহ্মণেভ্য স্তিলাদ্রীন্
রৌক্মৈ শ্চৈলৈ রত্নবৃন্দৈশ্চ জুষ্টান্।
জাতঃ সর্ব স্তত্র চিত্রো ব্রজেঽসৌ
গাবঃ সর্ব্বা মণ্ডিতাঙ্গা বভূবুঃ ॥ ৯ ॥
সৌমাঙ্গল্যং ভূসুরা স্তত্র পেঠুঃ
সূতা স্তদ্বন্মাগধা বন্দিনশ্চ।
বাদিত্রাণি স্ফীতমাশু প্রণেদু
র্গীতিং নৃত্যঞ্চাতিচিত্রং দিদীপে ॥ ১০ ॥
সুতমমিতগুণং নিশম্য গোপা
ব্রজনৃপতে র্মুদিতাঃ সুরম্যবেশাঃ।
ধৃত-মণিময়-ভূষণাঃ সুযত্নাঃ
সদনমথ বলিপাণয়ঃ সমীয়ুঃ ॥ ১১ ॥
ব্রজপুর-বনিতা বিচিত্রবেশা
বরমণি-কুণ্ডল-নূপুরোরুহারাঃ।
তমুপাযযু রুপায়নাগ্রহস্তা
নৃপ-নিলয়ং হরিমীক্ষিতুং প্রহর্ষাৎ ॥ ১২ ॥

তিনি সুবর্ণযুক্ত বস্ত্র ও রত্নরাজি-সমন্বিত সাতটি তিলপর্ব্বত ব্রাহ্মণগণকে সম্প্রদান করিলেন। ব্রজে তখন সকলই বিচিত্র হইল—সকল ধেনুই অলঙ্কৃত হইল॥ ৯॥ ব্রাহ্মণগণ সুমঙ্গল বেদপাঠাদি করিতেছেন; সূত, মাগধ এবং বন্দিগণও তদ্বৎ স্তোত্রাদি পাঠ করিলেন—শীঘ্রই উচ্চৈঃস্বরে বাদ্যযন্ত্রাদি ধ্বনিত হইল—অতি বিচিত্র গান নৃত্যাদিও চলিতে লাগিল॥ ১০॥ ব্রজপতির পুত্র অপরিমিত গুণগরিমশালী হইয়াছেন—শুনিয়া গোপগণ আনন্দভরে অতি রমণীয় বেশ ধারণ করিলেন—মণিময় ভূষণাদি ধারণপূর্ব্বক অতি সযত্নে উপহার লইয়া ব্রজরাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন॥ ১১॥ ব্রজপুর-কামিনীগণও বিচিত্র বেশ ধারণ করিলেন—উত্তম উত্তম মণিময় কুণ্ডল, নূপুর ও বহু বহু হারাদি ধারণ করিয়া হস্তে উপঢৌকন-রাজি গ্রহণপূর্ব্বক সেই হরিকে দেখিবার উদ্দেশ্যে আনন্দ

ঘৃত-দধি-রজনী-রসান্ কিরন্তো
ব্রজনিলয়া জয়ঘোষ-ভূষিতাস্যাঃ ।
বিধিশিব-সনকাদয়শ্চ তস্মিন্
পরিননৃতু র্নৃপচত্বরেঽতিমত্তাঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রজপতিরথ-ভূষণৈ রনর্ঘ্যৈ
র্বসনচয়ৈ র্বরসৌরভৈশ্চ বন্ধূন্ ।
পরিজন-সহিতানপি প্রপূর্ণান্
মুদিতমনাঃ সকলানসৌ সমার্চ্চীৎ ॥ ১৪ ॥
তনয়-জন্মমহে নৃপতি র্বিভৌ
রচিত-কোশ-কপাট-বিমোচনঃ ।
প্রতিজগু র্নিজবাঞ্ছিত-পূরণং
প্রমদ-সংপ্লুতি-যাচক-সঞ্চয়ঃ ॥ ১৫ ॥
পরিমিতমিব যদ্বভূব সৌখ্যং
ব্রজনগরে ব্রজভূপ-তৎপ্রজানাং ।
তদপরিমিততামবাপ সদ্যো
যদবধি তৎপরমো জগাম কৃষ্ণঃ ॥ ১৬ ॥

করিতে করিতে রাজ-ভবনে আসিলেন ॥ ১২ ॥ সমগ্র ব্রজবাসীগণই তখন গৃহে গৃহে ঘৃত, দধি ও হরিদ্রা-জলাদি সিঞ্চন করিতে করিতে 'জয় জয়' ধ্বনি করিতেছেন—ঐ ব্রজরাজের প্রাঙ্গণে ব্রহ্মা, শিব, সনকাদিও অতিমত্ত হইয়া ইতস্ততঃ নর্ত্তন করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ ব্রজরাজ তখন বন্ধুগণকে এবং তাঁহাদের পরিজনগণকেও মহামূল্য ভূষণ, বসনাদি ও অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধাদি সমর্পণপূর্ব্বক সম্যক্ আনন্দ দান করিতেছেন এবং সকলকেই আনন্দিতচিত্তে সমাদর জ্ঞাপন করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ পুত্র-জন্মমহোৎসবে রাজা কোষাগারের কপাট উন্মোচন করিয়া দিলেন—তাহাতে আনন্দ-নিমগ্ন প্রতি যাচকই নিজ নিজ বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ [পূর্ব্বে] ব্রজনগরে, ব্রজরাজ এবং তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যে সুখ পরিমিত বলিয়াই মনে

শ্রীরাম-শ্রীদাম-মুখ্যা বভূ র্যে
পূর্ব্বং পশ্চাদুজ্জ্বলাদ্যাশ্চ ডিম্ভাঃ।
জ্যোতিষ্মদ্ভি র্ভ্রাজমানো ব্রজস্তৈ
রত্ন-ব্যূহৈ রত্নসানু র্যথাভূৎ॥ ১৭॥
নন্দাদীনাং তিষ্ঠতাং গোষ্ঠভূম্যাং
গোবিন্দাদ্যৈ রাত্মজৈ র্লক্ষবদ্ভিঃ।
নানাসম্পৎসেবিতানাং সমেষাং
গেহে গেহে সৌখ্য-পুঞ্জো জজৃম্ভে॥ ১৮॥
যাং নন্দ-সূনু র্মনুতে পুমর্থং
পুমর্থভূতোঽপি পরঃ পরেশঃ।
রাধাপি রূপাদি-গুণৈরগাধা
বভূব সা ধামনি কীর্ত্তিদায়াঃ॥ ১৯॥
জন্মোৎসবেনৈব জগৎ সুতৃপ্তং
যস্যাঃ সুরেশৈরপি সংস্তুতেন।

হইত—যখন সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়াছেন—তদবধি ঐ সুখ অপরিমিতই হইল॥ ১৬॥ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে বলরাম ও শ্রীদাম-প্রমুখ বালকগণ এবং তৎপশ্চাৎ উজ্জ্বলাদিও আবির্ভূত হইলেন—সুমেরু পর্ব্বত যেমন জ্যোতির্ম্ময় রত্নসমূহে দেদীপ্যমান হয়, তদ্রূপ ব্রজ-মণ্ডলও ঐ উজ্জ্বল বালকগণদ্বারা মহাসুষমাই প্রাপ্ত হইল॥ ১৭॥ গোষ্ঠে নন্দাদি গোপগণ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ-প্রভৃতি পুত্রাদির সহিত বাস করিতে লাগিলেন—তখন সকলেরই নানাবিধ সম্পৎরাশি আসিতে লাগিল এবং সর্ব্বত্রই গৃহে গৃহে মহাসুখের উদয় হইল॥ ১৮॥ স্বয়ং পুরুষার্থ-স্বরূপ পরম পরমেশ্বর শ্রীনন্দনন্দনও যাঁহাকে [স্বীয়] পরম পুরুষার্থ বলিয়াই মনে করেন, রূপাদি-গুণে অলোক-সামান্যা সেই শ্রীরাধাও কীর্ত্তিদার গৃহে উদয় হইলেন॥ ১৯॥ তাঁহার জন্মোৎসবকে দেবেন্দ্রগণও সম্যক্‌রূপে প্রশংসা করেন—সেই উৎসবেই সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। নারীগণ তাঁহার পাদপদ্মের চিহ্নসমূহ দর্শন করিয়াই বিশ্বাস করিলেন যে এই কন্যা

পাদাব্জ-লক্ষ্মাণি নিরীক্ষ্য নার্য্যো
রমৈব কন্যেয়মিতি প্রতীয়ুঃ ॥ ২০ ॥
যাং বর্ণয়ন্তঃ কবয়োঽপি বিভ্ব্য-
শ্চন্দ্রারবিন্দাদি নিনিন্দু রুচ্চৈঃ ।
ধ্যানেন যস্যা নতিভিশ্চ শশ্বৎ
প্রমোদমুচ্চৈ হৃদয়েষু ভেজুঃ ॥ ২১ ॥
কটাক্ষপাতাদভজন্ত যস্যা
বিভূতয়ঃ সর্ব্ববিধাঃ প্রকাশম্ ।
গুণ-ব্রজান্ বক্তুমধীশ্বরোঽপি
শশাক নো নন্দ-সুতঃ সমস্তান্ ॥ ২২ ॥
সখ্যস্তু তস্যাঃ সম-রূপ-শীল-
গুণাঃ স্বসেবাতি-পটুত্বভাজঃ ।
প্রাদুর্বভূবু র্ব্রজরাজধান্যাং
তদৈব গোপ-প্রবরালয়েষু ॥ ২৩ ॥

ইত্যৈশ্বর্য্যকাদম্বিন্যাং সপরিকর-ভগবজ্জন্মোৎসব-বর্ণনং
পঞ্চমী বৃষ্টিঃ ॥ ৫ ॥

(নিশ্চয়) লক্ষ্মীই হইবেন ॥ ২০ ॥ কবিগণ তাঁহার বর্ণনা করিতে গিয়া চন্দ্র-পদ্মাদিকে যথেষ্টই নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে ধ্যান এবং প্রণিপাতাদি করিয়াই হৃদয়ে সাতিশয় আনন্দানুভব করেন ॥ ২১ ॥ তাঁহার কটাক্ষপাত হইলে সকল প্রকার বিভূতিই প্রকাশমান হয়। তাঁহার সমস্ত গুণরাজি বর্ণনা করিতে স্বয়ং অধীশ্বর নন্দনন্দনও সমর্থ নহেন ॥ ২২ ॥ ব্রজরাজধানীতে উত্তম উত্তম গোপগণের গৃহে গৃহে তখন হইতে ক্রমশঃ শ্রীরাধার সখীগণও প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন—ঐ সখীগণ রূপে, শীলে ও গুণে শ্রীরাধারই সমান এবং তাঁহার সেবায় সবিশেষ সুনিপুণাও বটেন ॥২৩॥

ইতি পঞ্চম বৃষ্টি ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠী বৃষ্টিঃ।

অম্ভোজ-চক্র-দর-জম্বু-যবার্দ্ধচন্দ্র-
মীনাঙ্কুশ-ধ্বজ-পবি-প্রমুখান্ ব্রজেশৌ।
অঙ্কান্ সুতস্য করয়োঃ পদয়োশ্চ বীক্ষ্য
সোঽয়ং মহানিতি পরাং মুদমাপতুস্তৌ ॥ ১ ॥
ধৃত্বা কূটং কাল-কূটঞ্চ পাপা
যাসৌ ধাত্রী পূতনা হন্তুমাগাৎ।
তস্যৈ তুষ্টো বেশ-মাত্রাৎ স ডিম্ভঃ
প্রাদাদ্ধাত্রী-স্থানকং শুদ্ধি-পূর্ব্বম্ ॥ ২ ॥
কপটাবৃতং শকটাসুরং হরিরঞ্জসা তমখণ্ডয়ৎ।
মরুতঞ্চ তং বলিনং বিভু র্বনবাসিনাং সুখদঃ শিশুঃ ॥ ৩ ॥
যদা যদা মাতুরঙ্কে নিবিষ্টঃ স চাপলং দিব্যডিম্ভো ব্যতানীৎ।
তদা তদা মাতৃবর্গা স্তমাংস্কু র্ব্রজৌকসশ্চাখিলসৌখ্যসিন্ধৌ ॥ ৪ ॥
গর্গাচার্য্যাদাত্মনামানি ভেজে গূঢ়ং ভাবং ব্যঞ্জয়ন্ পূতনারিঃ।
তেনেত্থং চোরিকা-নর্ম্ম-দেবো (?) গোপালীতি র্বণ্যমানং মুকুন্দঃ॥৫

ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী নিজপুত্রের হস্তপাদে পদ্ম, চক্র, শঙ্খ, জম্বু, যব, অর্দ্ধচন্দ্র, মীন, অঙ্কুশ, ধ্বজা ও বজ্রাদি চিহ্নসমূহ দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন 'পুত্র নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ হইবে।' ইহাতে তাঁহাদের পরমানন্দ লাভ হইল ॥ ১ ॥ মায়া করিয়া ধাত্রীরূপে যে পাপিনী পূতনা স্তনে বিষ মাখাইয়া তাঁহার হত্যা করিতে আসিয়াছিল, সেই বালক তাহার ধাত্রীজনোচিত বেশেই তুষ্ট হইয়া তাহাকে শোধনপূর্ব্বক মাতৃগতি দান করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ছলনাময় সেই শকটাসুরকেও হরি শীঘ্রই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং বনবাসীগণের সুখদানকারী সেই বালক প্রভু সেই মহাবল মরুতকেও (তৃণাবর্ত্তকে) বধ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ যখন যখন মাতৃক্রোড়ে অবস্থান পূর্ব্বক সেই দিব্য বালকটি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত—তখনি মাতৃবর্গ ও নিখিল ব্রজবাসীগণ সুখসিন্ধুমধ্যে নিমজ্জিত হইতেন ॥ ৪ ॥ নিজ গূঢ়ভাব অভিব্যক্ত করিয়া এই পূতনা-নাশন কৃষ্ণ গর্গাচার্য্য হইতে নিজ নামসমুদয় প্রাপ্ত

যদা শিশু ধূ্লিকেলৌ রতোঽভূন্ মহামনাঃ স তদা কামুকেভ্যঃ।
দদৌ সমান্ ধূলিমুষ্টিচ্ছলেন প্রভু র্বরানমৃতান্তান্ মুনিভ্যঃ॥ ৬॥

জনকমুপাগতঃ সদসি নন্দনৃপং চপলো
ধৃতবরভূষণো মধুরভাষণো মোদকরঃ।
অলিক-লসন্মসীকলিত-চন্দ্রকলঃ কুতুকী
হরিরখিলান্ ব্যধাদতিচিরং বিরমৎকরণান্॥ ৭॥

কিঙ্কিণী-বলয়-নূপুর-ধারী নিষ্ক-কুণ্ডল-বরাঙ্গদ-হারী।
পীতচীনবসনঃ স ভিস্তঃ শিঞ্জিতৈরপি মনাংসি জহার॥ ৮॥

রথশিবিকাঞ্চিতো হরি রভাদ্রুটজেষু যদা
পরিচরিতুং মুনীন্ স্বনিরতান্ জননী-সহিতঃ।
ধৃত-দধি-মোদকাদি-বলিকঃ সবলশ্চ বিভুঃ
প্রমুদমগু স্তদা সুবহু তে বিবুধাশ্চ পরাম্॥ ৯॥

হইলেন (গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিলেন)। তৎপর সেই মুকুন্দ দেব গোপীগণ সহিত বর্ণ্যমান চৌর্য্য ও পরিহাস-রসবিনোদে নিজনামসমূহ সার্থকই করিয়াছেন॥ ৫॥ যখন এই মহামনাঃ শিশু প্রভু ধূলিখেলায় রত থাকিতেন—তখন তিনি যাচ্ঞাকারী সকল মুনিগণকেই ধূলিমুষ্টিচ্ছলে অমৃত পর্য্যন্তও বর দিয়াছেন॥ ৬॥ পিতা নন্দ মহারাজের সভায় এই চঞ্চল বালকটি সুন্দর সুন্দর ভূষণাদি পরিধান করিয়া মিষ্ট মধুর কথায় সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে উপনীত হইতেন—তাঁহার ললাট-পটলে কজ্জলরচিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক শোভা পাইত—এইভাবে সেই কুতুকী হরির দর্শনে সকলেই বহুক্ষণ যাবৎ নিজ নিজ কার্য্য বিস্মৃত হইতেন॥ ৭॥ ঐ বালকটি কিঙ্কিণী, বলয় ও নূপুর ধারণ করিয়াছেন—কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল ও বাহুতে অঙ্গদ এবং বক্ষে বহুবিধ হার পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার কোমরে পীতবর্ণ চীন (সূক্ষ্ম) বস্ত্র—এইরূপে ভূষণাদির ধ্বনিতেও সকলের মনোহরণ করিলেন॥ ৮॥ মাতা যশোদা ও অগ্রজ বলরামের সহিত যখন ঐ প্রভু হরি রথ ও শিবিকাদিতে আরোহণ পূর্ব্বক নিজভক্ত মুনি-দিগকে পরিচর্য্যা করিবার মানসে তাঁহাদের পর্ণ-কুটীরে গমন করিতেন—তখন তাঁহার হাতে দধি, মোদকাদি এবং উপহারসমূহ থাকিত—এই-

বলকৃষ্ণয়োঃ সজগ্ধৌ মুদাদমীয়াং সমাদত্তঃ ফেলাং।
বেলাং প্রতীত্য দেবা শ্চিত্রং শকুন্তাঃ সুরেশ্বরা নিত্যং॥ ১০॥

মুষ্ণন্ গব্যং গোপিকানাং সমিত্রঃ
পুষ্ণন্ কীশান্ মুক্তবৎসশ্চ কৃষ্ণঃ।
গোপালক্কোঽপ্যুক্তয়াঽপি স ধাত্র্যা
প্রীতিং নীতা সাভ্যনন্দীৎ সুতেন॥ ১১॥

মৃৎসা-প্রাশী জ্ঞাপিতঃ স্বাগ্রজেন
ক্রোধান্মাত্রা ভৎর্সিতঃ পূতনারিঃ।
ভীতঃ স্বাস্যে বিশ্বমেতৎ প্রদর্শ্য
ক্রোধং তস্যাঃ শ্রংসয়ন্নভ্যনন্দীৎ॥ ১২॥

বিলোক্যাপরাধং জনন্যা নিবদ্ধো
বিভুত্বং স্বকীয়ং মুদাদর্শয়ত্তাম্।
বিভজ্যার্জ্জুনৌ তৌ চ মুক্তৌ চকার
স্বয়ং বদ্ধমূর্ত্তি র্বতাসৌ মুকুন্দঃ॥ ১৩॥

ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুনিগণ ও দেবগণ সাতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেন॥ ৯॥ কি আশ্চর্য্য! বলদেব ও কৃষ্ণ যখন সহভোজন করিতেন—তখন সময় বুঝিয়া ক্রীড়াপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ নিত্যই পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ফেলা (অধরামৃত) আস্বাদন করিতেন॥ ১০॥ গোবৎসগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া সেই কৃষ্ণ সখাগণসহ গোপিকাদের গব্যাদি চুরি করিতেন এবং তদ্দ্বারা বানরগুলিকে প্রতিপালন করিতেন—গোপিকাগণ মাতা যশোদার নিকট বলিলেও কিন্তু মাতা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন না, পুত্র কর্ত্তৃক পরম প্রীতিলাভ করিয়া তিনি আনন্দই পাইতেন॥ ১১॥ 'কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে' এই কথা অগ্রজ বলদেব মাতা যশোদাকে জানাইলে তিনি ক্রোধিতা হইয়া কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিলেন। তখন পূতনারি কৃষ্ণ ভীত হইয়া ও নিজ মুখমধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া তাঁহার কোপ প্রশমন পূর্ব্বক আনন্দ বিস্তার করিলেন॥ ১২॥ অপরাধ দেখিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিলে তিনি আনন্দ-সহকারে নিজ মাতাকে নিজ বিভুত্ব দেখাইলেন এবং যমলার্জ্জুন বৃক্ষ

বৃন্দাটবীমধিবসন্ হরিরম্বুজাক্ষঃ
সঞ্চারয়ন্ সখিকুলৈঃ সহ তর্ণকৌঘান্।
বৎসাসুর-বকমঘঞ্চ জঘান সদ্যঃ
শুদ্ধং ব্যধাৎ কমলজঞ্চ সজগ্ধিমুগ্ধঃ ॥ ১৪ ॥

কালিয়ং বত বিমর্দ্দ্য স নাগং স্বূরজাং রচিতবান্ পরিশুদ্ধাং।
নির্ব্ববার খলু গোকুলভাজাং ভাবমদ্ভুতমুদারমুদীক্ষ্য ॥ ১৫ ॥

দীব্যন্ দ্বন্দ্বীভাবতোঽহন্ প্রলম্বং
দেবারাতিং ধেনুক-দ্বেষিণা যঃ।
মুঞ্জাটব্যাং দাববহ্নিং নিপীয়
ব্যক্তীচক্রে সাধু সৌহার্দ্দমীশঃ ॥ ১৬ ॥

গোপকুমারী-বসন-নিকায়ং
স্কন্ধে নিদধৌ স খলু বিমায়ং।
বীক্ষিতসকল-কলেবর-শোভঃ
সূচিত-শুদ্ধ-জনামিত-লোভঃ ॥ ১৭ ॥

দুইটিকে নিপাতিত করিয়া তাহাদের বন্ধন মোচন করিলেন বটে; কিন্তু মুকুন্দ নিজে বদ্ধমূর্ত্তিই (উদূখলে বদ্ধ) রহিলেন ॥ ১৩ ॥ বৃন্দাবন-বাসকালে সেই পদ্মপলাশলোচন হরি সখাগণের সহিত বৎসসমূহকে চরাইয়াছিলেন। বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর প্রভৃতিকে সদ্য হত্যা করিয়াছেন। সহভোজনাবকাশে মনোহরমূর্ত্তি সেই কৃষ্ণ ব্রহ্মাকেও শোধন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ কালীয়নাগকে বিমর্দ্দন পূর্ব্বক যমুনাকে বিষ-মুক্ত করিলেন এবং গোকুলবাসিগণকে দর্শন দানে তাহাদের অদ্ভুত উদার ভাব (বিস্ময়াদি) নিবারণ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ মল্লযুদ্ধে ক্রীড়া করিতে করিতে বলদেব দেবশত্রু প্রলম্বাসুরকে নিধন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ মুঞ্জাটবীতে দাবানল পান করিয়া ব্রজবাসিগণের প্রতি নিজ সৌহার্দ্দ্য উত্তমরূপে প্রকাশ করিলেন ॥ ১৬ ॥ তিনি গোপিকাদের বসন সমূহ অকপটে স্কন্ধে বহিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকল দেহের শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্ত (গোপী) দিগের অসীম লোভেরই সূচনা

স্তোত্রয়ৎসু ন চ যস্ত কটাক্ষঃ সংনতেম্বপি ভবেদ্বিবুধেষু।
সংস্তবন্ ব্রজভুব স্তরু-সংঘান্ সস্বজেহতিমুদিতঃ স ভুজাভ্যাং ॥১৮॥

ভুক্ত্বান্নানি ব্রাহ্মণীনাং মুকুন্দঃ
প্রাদাত্তাভ্যঃ স্বাঙ্ঘ্রিলাভং বরং সঃ।
সংস্কারাত্থান্ হেলয়ন্নাত্মভক্তেঃ
শ্রদ্ধামেব খ্যাপয়ামাস হেতুং ॥ ১৯ ॥
কৈশোরে বয়সি হরি র্ধরং স দধ্রে
গর্ব্বিষ্ঠং ত্রিদশপতিং জিগায় শক্রম্।
উদ্দ্রাবং ব্রজবনিতা-মনাংসি যস্মাৎ
সংপ্রাপু র্মদনকুলানিবাগ্নি-পুঞ্জাৎ ॥ ২০ ॥
গান্ধর্ব্বো বিধি রভবদ্ ব্রজাঙ্গনানাং
দাম্পত্যে ব্রজবিধুনা সহাখিলানাং।
গীর্ব্বাণ্যঃ কুসুমকিরো জগু বিচিত্রং
নৃত্যন্ত্যো ধ্বনিত-মৃদঙ্গিকাঃ প্রহর্ষাৎ ॥ ২১ ॥
বিধিং স্তাবকং ভাবকং চন্দ্রচূড়ং
ততো নির্জ্জরান্ কিঙ্করানিন্দ্রমুখ্যান্।

করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ সংযত স্তোত্রপরায়ণ দেবগণের প্রতিও যাঁহার কখনও কটাক্ষপাত হয় না—সেই হরি অস্ত নিজ বাহুযুগল দ্বারা অতি আনন্দভরে ব্রজভূমির তরুগুলিকেও স্তব করিতে করিতে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥ ১৮ ॥ মুকুন্দ যজ্ঞপত্নী ব্রাহ্মণীদের অন্ন ভোজন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ পাদপদ্ম-লাভরূপ বর প্রদান করিয়াছেন এবং ইহাতে নিজ ভক্তির নিকট সংস্কারাদি অবহেলা করিয়া শ্রদ্ধারই পরমোৎকর্ষখ্যাপন করিলেন ॥ ১৯ ॥ কৈশোরবয়সে হরি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক অহঙ্কৃত দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিলেন। অগ্নিরাশি হইতে লোক যেমন সন্তাপ-সমূহই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ব্রজবনিতাদের মনে (কামময়) উত্তাপই উৎপাদিত হইয়াছিল ॥ ২০ ॥ ব্রজচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকল ব্রজাঙ্গনারই গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ হইল ; দেবীগণ

হরে র্নন্দসূনো রমন্যন্ত গোপা
স্তৃণেভ্যোঽসুরান্ কংস-পক্ষাশ্রিতাংস্তে ॥ ২২ ॥
শ্রীকান্তং প্রণতৈকবন্ধুমতসী-পুষ্পপ্রভং চিদ্‌ঘনং
চন্দ্রাস্যং কমলেক্ষণং মলয়জালিপ্তং লসদ্-ভূষণং।
চিত্রোষ্ণীষমুদার-গৌরবসনং কৃষ্ণং সুরেন্দ্রার্চ্চিতং
বীক্ষ্য স্বানুগমুদ্‌যযুঃ পরমিকাং প্রীতিং ব্রজস্থা ভৃশং ॥ ২৩ ॥
অথ ব্রজপতি রুদীক্ষ্য সদ্‌গুণৈ র্বরং হরিং বিনয়িনমাত্মজং মুদা।
শুভক্ষণে শুভবিধিনা ব্রজাবনে রজীগমৎ কিল যুবরাজতামসৌ ॥২৪
বলভদ্রঞ্চ চকার ভৌমিকং ব্রজভূমৌ হরি-মন্ত্রিণঞ্চ তং।
সদনং তস্য সুচারু নির্মমে সুখসিন্ধৌ নিখিলান্নিমজ্জয়ন্ ॥ ২৫ ॥
আদিদেশ নিজ-শিল্পিকুমারং বুদ্ধিসাগরমপারবলং সঃ।
সৌধমদ্ভুততমং রচয় ত্বং যেন রজ্যতি হরি স্তব মিত্রং ॥ ২৬ ॥

কুসুম-বর্ষণ সহকারে গান করিতে লাগিলেন ও আনন্দভরে মৃদঙ্গধ্বনি করিয়া বিচিত্র নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ শ্রীনন্দনন্দনের সখা গোপগণ তখন ব্রহ্মাকে স্তাবক (স্তবকারী) মাত্র, শিবকে ভাবক (ভাব-প্রবণ), ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণকে ভৃত্যবৎ এবং কংসপক্ষীয় অসুর-গণকে তৃণবৎ মনে করিতেন ॥ ২২ ॥ সেই লক্ষ্মীকান্ত কৃষ্ণ প্রণতজনগণের একমাত্র বন্ধু; অতসীপুষ্পের বর্ণবৎ তাঁহার অঙ্গপ্রভা, সেই চন্দ্রবদন চিদ্‌ঘন ও পদ্মপলাশলোচন হরি—তাঁহার কলেবর চন্দনে চর্চ্চিত, অঙ্গে উত্তম উত্তম বসন, মস্তকে বিচিত্র উষ্ণীষ, পরিধানে উত্তম পীতবসন। ইন্দ্রকর্তৃক অর্চ্চনীয় সেই কৃষ্ণকে সপরিকরে দর্শন করিয়া ব্রজবাসীগণ নিত্যই পরমপ্রীতি লাভ করিতেন ॥ ২৩ ॥ যখন ব্রজেশ্বর নন্দ দেখিলেন যে স্বীয় পুত্র সদ্‌গুণ-মণ্ডিত ও বিনয়ী হইয়াছে—তখন তিনি আনন্দভরে শুভক্ষণে শুভবিধি অনুসারে তাঁহাকে ব্রজমণ্ডলের যুবরাজত্ব প্রদান করিলেন ॥ ২৪ ॥ তিনি বলদেবকে ভূম্যধিকারী ও শ্রীহরির মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার জন্য একটি সুচারু গৃহও নির্ম্মাণ করাইয়া নিখিল ব্রজবাসীকেই সুখসাগরে নিমজ্জিত করিলেন ॥ ২৫ ॥ নন্দ মহারাজ নিজ-শিল্পিকুমার অমিত-বলশালী বুদ্ধিসাগরকে এই আদেশ করিলেন যে এমন

পুরুকান্তি-বলীক-জালরম্যং, বরবেদী-গৃহসন্ধিলাঞ্ছিতং সঃ।
বলিতাশ্রয়মম্বুযন্ত্ররাজি, ব্রজচন্দ্রস্য চকার সদ্ম সদ্যঃ ॥ ২৭ ॥
মণিবদ্ধতটৈঃ স্ফুটৎসরোজৈঃ শুশুভে যদ্বিমলাম্বুভিঃ সরোভিঃ।
অলিগুঞ্জিত-মঞ্জুভিশ্চতুর্ভিঃ, স্ফুটপুষ্পপ্রকরৈঃ সুনিষ্কুটৈশ্চ ॥ ২৮॥

স চ রচয়াঞ্চকার গিরিসানুষু ভূরিবিধান্
মণিনিলয়াং স্তথৈব সুরশিল্পি-মনোহরণান্।
সপদি স যৈ স্তুতোষ রসিকঃ খলু তত্র মুদা
সহ মনসা দদৌ সমণিভূষণ-চেল-সঞ্চয়ান্ ॥ ২৯ ॥

স্মিতবীক্ষণ-বিদ্ধচেতসৌ বরসৌন্দর্য্য-সুধা-সুধামনী।
স্বজনৈঃ সহ রাধিকাচ্যুতৌ স্ফুরত স্তেষু সদৈব মেদুরৌ ॥ ৩০ ॥

ব্রজনৃপতি র্জগাম স যদা সহদার-কুমার-পার্ষদো
রথশিবিকাহয়ৈঃ সুরুচিরৈ র্বৃষভানুপুরং নিমন্ত্রিতঃ।

একটি অদ্ভুততম অট্টালিকা রচনা করিয়া দাও' যাহাতে তোমার মিত্র হরি আনন্দ পায় ॥ ২৬ ॥ তৎক্ষণাৎ সেই শিল্পিবালক গোকুল-চন্দ্রমার জন্য সাতিশয় দীপ্তি-বিশিষ্ট চন্দ্রশালিকা (ছাঁচ) ও গবাক্ষাদিযুক্ত, উত্তম বেদী ও গৃহ-সন্ধি (দেহলী) প্রভৃতি সমাযুক্ত, আধার (খুঁটি) ও জলযন্ত্রাদি-বিরাজিত একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ২৭ ॥ ঐ প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে চারিটী নির্ম্মলজল-পূর্ণ সরোবর ছিল—তাহাদের তটদেশ মণিময়—জলে রাশি রাশি পদ্ম প্রস্ফুটিত—মধুকর-গুঞ্জনে উহারা সাতিশয় মনোমদ হইয়াছিল। উত্তমোত্তম উপবনরাজিতেও নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্পরাজি বিকশিত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ অপরন্তু, সেই শিল্পী ঐ গিরির সানুদেশে শীঘ্রই দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মারও মনোমোহকর বহু বহু মণিময় গৃহ রচনা করিলেন—রসিক-শেখর কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আনন্দাতিশয্যে অন্তরের সহিত তাহাকে মণিভূষণসহ বস্ত্রাদি দান করিলেন ॥ ২২ ॥ ঐ গৃহসমূহে মৃদুমধুর হাস্য-শোভিত অবলোকনে পরস্পর বিদ্ধচিত্ত হইয়া উত্তমোত্তম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যামৃতের আধার স্বরূপ সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরিজনগণসহ সর্ব্বদাই স্নিগ্ধচিত্তে বিহার করিতেন ॥ ৩০ ॥ সুন্দর সুন্দর মণিময় ভূষণাদি ধারণ-

সুমণিধরঃ সতূর্যনিনদো বর-চামর-সেবিতো
দ্যুতিমতুলাং বিলোক্য দিবিষদ্মিকরোঽপি তদা বিসিস্মিয়ে ॥
অধিগত্য ভানুনৃপতি র্ব্রজেশ্বরং ভবনং নিনায় রচিতার্চ্চন-ক্রমঃ।
পরিভোজ্য তং বহুবিধান্ রসান্ প্রভুঃ সহ-পার্ষদঃ প্রমুদিতো
বভূব সঃ ॥ ৩২ ॥
সখিবৃন্দৈ র্নিখিলৈঃ সমুজ্জিহানং মধুরাসেচনকং বিলোক্য কৃষ্ণং।
জনতা তত্র সুধাম্বুধৌ ন্যমজ্জং পুরুভাবাস্ত বিশেষত স্তরুণ্যঃ ৩৩
পিবতোরপি সুস্মিতামৃতানি রতিতৃষ্ণাকুলয়ো রধিস্মু যূনোঃ।
সমুদৈদসিতাম্বুজচ্ছদাভা তড়িদভ্র-প্রভয়োঃ কটাক্ষবৃষ্টিঃ ॥ ৩৪ ॥
অথো ভানুভূপো বরৈ র্মণ্ডনাদ্যৈঃ সমর্চ্চ্য ব্রজাধীশ্বরং সানুগং সঃ
অনুব্রজ্য তং সানুগ স্তদ্বিসৃষ্টঃ স্বকং কৃচ্ছ্রতো মঞ্জু ভেজে
নিকুঞ্জং ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বক ব্রজরাজ নন্দ যখন বৃষভানুরাজ-নগরে নিমন্ত্রিত হইয়া স্ত্রী পুত্র ও পার্ষদগণসহ সুচারু রথ শিবিকা বা অশ্বাদি যানে গমন করিতেন, তখন বাদ্যযন্ত্রাদি নিনাদিত হইত—উত্তমোত্তম চামরদ্বারা তিনি বীজিত হইতেন। তৎকালীন অতুলনীয় জ্যোতির দর্শনে দেবগণও বিস্মিত হইতেন ॥৩১॥ বৃষভানুমহারাজ ব্রজেশ্বরকে পাইয়া যথাবিহিত অর্চ্চনা (সৎকার) ক্রমে নিজ মন্দিরে আনয়ন করিলেন। তথায় পার্ষদগণসহ তাঁহাকে বহুবিধ রসাল দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া সেই বৃষভানু রাজা মহানন্দ ভোগ করিতেন ॥ ৩২ ॥ নিখিল সখামণ্ডলী-মণ্ডিত সেই মধুর কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কাহারও তৃপ্তির অন্ত হইত না—কাজেই জনমণ্ডলী সুখসমুদ্রে নিমজ্জিত হইত, বিশেষতঃ নারীবর্গের বহু বহু ভাবের সমুদ্গম হইত ॥ ৩৩ ॥ পরস্পর সুন্দর মৃদু মধুর হাস্যামৃত পান করিলেও কিন্তু ঐ সাম্যদেশস্থিত বিদ্যুৎমেঘকান্তি সেই যুগল-কিশোর সুরত-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াই যেন সে স্থানে নীলপদ্মদলাভা কটাক্ষ-বৃষ্টির সৃষ্টি করিতেন ॥৩৪॥ অনন্তর বৃষভানু মহারাজ উত্তমোত্তম ভূষণাদি দ্বারা সপরিকর ব্রজাধীশ্বরকে সম্যক প্রকারে অর্চ্চনা করিলেন এবং নিজে সপরিকরে তাঁহার অনুগমন করিলেন—নন্দ মহারাজ তাঁহাকে বিদায় দিলে তিনি অতি কষ্টে নিজ

তদা সারবিন্দা জনন্যা স-বৃন্দা সমারাধি সা রাধিকা ভূষণাদ্যৈঃ।
হরেঃ প্রেমপাত্রী যদা রাজপুত্রী ব্রজক্ষেমধাত্রী প্রযাতুং সহৈচ্ছৎ॥
শিবিকাশ্চ রথাশ্চ রুক্মচেলৈঃ পিহিতা জালিভি রভ্রকাচকৈশ্চ।
তদুপাযযু রুজ্জ্বলৈ র্ললামৈ র্বহুভাসো নৃপচত্বরং তদানীম্ ॥ ৩৭ ॥
বলৈরুদ্ধতানাং কিশোরী-বৃতানাং লসদ্‌যৌবনানাং রণদ্‌ভূষণানাং।
তদা গুজ্জরীণাং ততি র্বাগ্মিনীনাং মুদা যানসংবাহনার্থাধ্যতিষ্ঠৎ॥
সমারূঢ়যানা বলদ্‌ভূরিগানাঃ শনৈ র্বীজ্যমানা বরৈ শ্চামরাদ্যৈঃ।
প্রিয়া নন্দসূনোঃ পরেশস্য বধ্ব স্ততো নির্যযুঃ সুভ্রুবো
রাধিকাদ্যাঃ ॥ ৩৯ ॥

বভৌ কাম্ববো ভৈরিকং সৌষিরোঽপি
ধ্বনি র্মঙ্গলো রাজপুত্র্যাঃ প্রয়াণে।
লসৎস্বর্ণবেত্রাসিচাপেষুহস্তা
দধাবুঃ পুরঃ পার্শ্বতোঽপি প্রবীরাঃ ॥ ৪০ ॥

মনোরম প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ৩৫॥ ব্রজমঙ্গলদায়িনী হরি-প্রেমভাজন সেই রাধিকা যখন তাঁহাদের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিতেন—তখন ললিতাদি সকলেই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন—হস্তে একটি (লীলা) পদ্ম থাকিত—মা কীর্ত্তিদা তখন তাঁহাকে বিবিধ ভূষণাদিদ্বারা সজ্জিত করিয়া দিতেন॥ ৩৬॥ বহুবিধ উজ্জ্বল ভূষণাদিতে উদ্ভাসিত শিবিকা ও রথসমূহ স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদি দ্বারা এবং ছিদ্রযুক্ত অভ্রকাচাদি দ্বারা যথাক্রমে আবৃত হইয়া তখন রাজপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল॥ ৩৭॥ অতি বলবতী কিশোরীগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা, যৌবন-সম্পন্না ও শব্দায়মান-ভূষণা বাবদূক গুজ্জরী নারীগণ আনন্দসহকারে যান বহন করিবার জন্য তথায় সমুপস্থিত হইল॥ ৩৮॥ অনন্তর যানে আরোহণ করিয়া বহুবিধ গান করিতে করিতে পরমেশ্বর নন্দনন্দনের প্রেয়সী রাধিকাদি সুন্দরীগণ উত্তম উত্তম চামরাদি দ্বারা মৃদু মধুরভাবে বীজিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন॥ ৩৯॥ ঐ রাজকুমারীর যাত্রা-প্রসঙ্গে তখন শঙ্খ ভেরি ও বংশী প্রভৃতির মঙ্গলধ্বনি সমুত্থিত হইল; শোভমান স্বর্ণবেত্র ও অসি, বাণ এবং ধনু হস্তে করিয়া উত্তমোত্তম বীরগণ সম্মুখে ও পার্শ্বদ্বয়ে ধাবিত

ববৌ মন্দমন্দস্তদা গন্ধবাহো দধারাতপত্রং মহদ্বারিদোঽপি।
বিতেনু র্বরং নৃত্য-গীতঞ্চ দেব্যো মৃদঙ্গাদি-নাদং স্তুতিঞ্চাতি
চিত্রম্॥ ৪১॥

ফণিফক্কিকামিব বীক্ষ্য তাং সকুণ্ডলনাং পুরীং।
স্তুলতামিবাখিলদাং স্তুতাং প্রমদা হরেঃ প্রমুদং দধুঃ॥ ৪২॥
অবতীর্য্য তা মণিযানতঃ পরিতোষ্য সাথিক-সঞ্চয়ান্।
প্রণিপত্য গোকুল-ভূমিপাং জগৃহু স্ততো বর-বীটিকাঃ॥ ৪৩॥
অথ শিঞ্জিতামৃত-নন্দিত-প্রিয়মানসাঃ স্বগৃহান্ গতাঃ।
কৃত-মজ্জনাঃ কমলেক্ষণাঃ প্রিয় কর্ম্ম তৎ প্রতিপেদিরে॥ ৪৪॥
সম্পালয়ন্নৈচিকীনাং কদম্বং তম্পাকিমং ভাবমেণীদৃশাং সঃ।
কম্পাকুলঃ সন্দধে দীপ্তকীর্ত্তি র্লম্পাকহৃৎ সুন্দরো নন্দ-সূনুঃ॥৪৫
তাতমম্বুপতিনাপনীতং বন্দিতো বিরচিতার্চ্চন ঈশঃ।
আনিনায় ভবনং পুরুতেজা মোদয়ন্ ব্রজভুবং বভাসে॥ ৪৬॥

হইলেন॥ ৪০॥ পবন তখন মন্দমন্দগতিতে প্রবাহিত হইত—মেঘ মহাছত্র ধারণ করিল, দেবীগণ উত্তম নৃত্য গীত, মৃদঙ্গাদিবাদ্য ও অতি-বিচিত্র স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪১॥ পতঞ্জলির মহাভাষ্যের দুর্ব্বোধ স্থলে যেমন কুণ্ডল (বেষ্টন) দেওয়া হইয়াছে—তদ্রূপ ঐ নন্দীশ্বর পুরীকে দুর্গম ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত অথচ স্তুতিমাত্রই কল্পলতার ন্যায় অখিল অভীষ্ট-প্রদানকারী দেখিয়া ঐ হরিপ্রেয়সীগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন॥ ৪২॥ তাঁহারা মণিময় যান হইতে অবতরণ করিয়া সকল বাহককেই সন্তুষ্ট করিলেন—এবং গোকুলাধীশ্বরীকে (মা যশোদাকে) প্রণাম করিয়া উত্তম তাম্বূলাদি গ্রহণ করিলেন॥ ৪৩॥ অনন্তর সেই পদ্মপলাশ-নয়না গোপীগণ নিজেদের ভূষণ-ধ্বনিতে প্রিয়তমের মনে রসাতিশয্য বিস্তার করিয়া স্নান করিতেন এবং নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে কার্য্য-বিশেষে মনোনিবেশ করিলেন॥ ৪৪॥ এদিকে সেই লম্পট-হৃদয় উজ্জ্বল-কীর্ত্তি সুন্দর নন্দনন্দন ও উত্তমা গাভী-গণকে সঞ্চালন করিলেন এবং কম্পিত-কলেবরে হরিণ-লোচনা শ্রীরাধার সেই পক্ব (রূঢ়) ভাবের (অবধারণ) উদ্দীপিত করিলেন॥ ৪৫॥ পিতা

বৃন্দারণ্যং চন্দ্রিকা-বৃন্দ-রম্যং পশ্যন্ বংশীং বাদয়ামাস কৃষ্ণঃ।
আয়াতাভি স্তত্র গোপাঙ্গনাভি র্দীব্যন্তীভি র্মণ্ডিতোঽসৌ
বভূব ॥ ৪৭ ॥

মাধব্যস্তা মঞ্জুতৌর্য্যত্রিকাদ্যৈ র্মঞ্জুস্পর্শৈ র্মঞ্জুরূপৈশ্চ কৃষ্ণং।
প্রেম্নানর্চ্চুঃ সার্থিকাসৌ চকাশেঽনন্তানন্দাখ্যায়িনী বাক্ তদৈব ॥৪৮

বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-নূপুর-লসৎকাঞ্চ্যাদি-নাদৈ রভূৎ
তা তা থৈ তত থৈশ্চ তালমিলিতৈ র্নৃত্যৈশ্চ গীতৈশ্চ যৎ।
চিত্রৈঃ পাণি-বিধূননৈ স্তনুমণিদ্যোতৈশ্চ রাসাঙ্গনে
তদ্বক্তুং প্রভবেৎ কথং সুখমহো! বাগ্‌দেবতাঽপি স্বয়ম্ ॥৪৯॥

কুণ্ডলিত্বমনয়ৎ সুদর্শনং কুণ্ডলিত্বমপহাপয়ন্ বিভুঃ।
শঙ্খচূড়মপি তং স্বমস্তকং প্রাপয়ন্নদহরৎ স্যমন্তকম্ ॥ ৫০ ॥

নন্দমহারাজকে বরুণ দেব অপহরণ করিলে মহাতেজস্বী ঈশ্বর তথায় উপস্থিত হইলেন ও তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া পিতাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ব্রজমণ্ডলকে আনন্দিত করিলেন॥ ৪৬॥ বৃন্দাবন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিলেন—তখন তথায় গোপীগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিলেন॥ ৪৭॥ মনোজ্ঞ নৃত্য গীত বাদ্যাদির সহিত মনোজ্ঞ স্পর্শে ও মনোমদ রূপে সেই মাধবীগণ কৃষ্ণকে প্রেমভরে অর্চ্চনা করিলেন। তখনই অনন্ত আনন্দ-বাচক বাক্য ('সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' এই বেদ) সার্থক হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল॥ ৪৮॥ অহো! রাসাঙ্গনে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, নূপুর এবং শোভমান কাঞ্চী প্রভৃতির নিনাদে, তা তা থৈ, ত ত থৈ প্রভৃতি তালের সহিত মিলিত নৃত্যগীতে,—বিচিত্র হস্ত-কম্পনে (হস্তকনৃত্যে) ও দেহরত্নের (দেহ ও আভরণের) প্রকাশে যে ব্যাপার-পরম্পরা সংঘটিত হইয়াছিল—তাহা সুখে বর্ণন করিতে স্বয়ং বাগ্‌দেবতা সরস্বতীও কি সক্ষম হইবেন? ॥ ৪৯॥ প্রভু কৃষ্ণ 'সুদর্শন' নামক বিদ্যাধরের সর্পত্ব দূর করিয়া তাহাকে পুনরায় কুণ্ডলীত্ব (কুণ্ডলধারী বিদ্যাধর-দেহ) দান করিলেন এবং

ব্রজবনিতা বনান্তনিরতং হরিমম্বুদসোদরং যদা
বিরহধুতাঃ পুরাণপুরুষং জগুরম্বুজলোচনা শ্চিরং।
ভুবনতলং তদেদমখিলং সরিদুষ্ণ-সুখাম্বু-সঙ্কুলা
দুরধিগমা সমাধি-নিলয়ৈরপি হংসকুলৈঃ সমাদদে ॥ ৫১ ॥
ব্রজবিপিনে বিচিত্র-বিহগে হরিবেণুরবো যদা বভৌ
বিধিশিব-শক্র-তুম্বুরু-মুখা বিবুধোঽপি দধু র্বিচিত্রতাং।
প্রকৃতি-বিপর্য্যয়স্ত সরিতো গিরয়শ্চ যযু র্মিথ স্তদা
ব্রজমহিলাস্ত্ব ভেজু রখিলা শ্চলতা-সরসীষু মজ্জনম্ ॥ ৫২ ॥
জাতোঽরিষ্টঃ কষ্টকাসারবাসী যস্মাৎ কেশী মৃত্যুবেশী বভূব।
ব্যোমঃ প্রাপ ব্যোমতামেব সদ্যঃ সোঽয়ং কৃষ্ণো দেববৃন্দৈ র্ববন্দে ॥
হরিরথমথুরাং গতঃ স কংসং
প্রণিহতবান্ বৃজিনং জহার পিত্রোঃ।
যদনুপমকৃতাহুকিঃ পরেশঃ
সপদি কুশস্থলিকামধিষ্ঠিতোঽভূৎ ॥ ৫৪ ॥

"শঙ্খচূড়কে"ও বধ করিয়া তাহার স্যমন্তক মণিটী আহরণ করিলেন ॥৫০॥ ঘন-শ্যামল পুরাণ পুরুষ হরি যখন বহুক্ষণ যাবৎ বনমধ্যে লুকায়িত ছিলেন—তখন সেই পদ্মনেত্রা বিরহ-মগ্না ব্রজবালাগণ কীর্ত্তন করিতে-ছিলেন—তাহাতে এই নিখিল ভুবনতল (দুঃখময়) উষ্ণ ও সুখময় (শীতল) জলে পূর্ণ দুরধিগম্য নদীস্বরূপই হইল এবং সমাধিমগ্ন হংস (পরমহংস) গণও তাহাতে পতিত হইল ॥ ৫১ ॥ বিচিত্র-বিহগ-সঙ্কুল ব্রজবনে যখন শ্রীহরির বেণুধ্বনি উত্থিত হইল—তখন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও তুম্বুরু-প্রমুখ দেবতা-গণও বিস্মিত হইলেন—নদী ও পর্ব্বতগণের পরস্পর প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটিল এবং ব্রজাঙ্গনাগণ সকলেই চাঞ্চল্য-সরোবরে মজ্জন করিলেন ॥ ৫২ ॥ যাঁহা হইতে 'অরিষ্টাসুর' কষ্টরূপ জলাশয়বাসী (মহাকষ্টে নিপতিত) হইল, 'কেশী' মৃত্যুকে বরণ করিল, 'ব্যোমাসুর'ও সদ্যই ব্যোমত্ব (শূন্যত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিল—সেই কৃষ্ণকে দেবগণ বন্দনা করিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর হরি মথুরায় গিয়া কংসকে নিহনন করিয়া পিতা মাতার দুঃখনাশ করিলেন। তখন পরমেশ হরি আহুকি (আহুকপুত্র উগ্রসেনকে)

কুরুপতি-তনয়ান্ নিহত্য দুষ্টান্
ব্যধিত পতিং নিখিলস্য ধর্ম্মপুত্রং।
ক্ষতখলনিচয়ো বিবেশ গোষ্ঠং
সকলমিদং কৃতবানসৌ তু মাভ্যাং॥ ৫৫॥

ইত্যৈশ্বর্য্য-কাদম্বিন্যাং ভগবদ্‌বাল্যাদিক্রমলীলা-বর্ণনং ষষ্ঠী বৃষ্টিঃ॥ ৬॥

সপ্তমী বৃষ্টিঃ।

শীঘ্রগৈঃ প্রতিনিবেদিতে হরৌ দুন্দুভিঃ কিল জগর্জ্জ সুস্বনং।
মঙ্গলধ্বনিরভূদ্ গৃহে গৃহে কাননানি দধিরে মধুস্রুতিং॥ ১॥

উদিতে বিধৌ প্রমুদং দধে।
ব্রজভূরসৌ জলধি র্যথা॥ ২॥

যদুরাজ করিয়া স্বয়ং কুশস্থলীতে (দ্বারকাতে) শীঘ্রই গমন করিলেন॥৫৪॥ তৎপরে দুষ্ট কৌরবগণকে বধ করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সার্ব্বভৌম নরপতি করিলেন। সমস্ত দুষ্ট (অসুরাদি) নাশ করিয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন—এই ব্রজে দুই মাস কাল অবস্থান করিয়া ইহাকে সফল করিলেন॥ ৫৫॥

ইতি ষষ্ঠ বৃষ্টি॥ ৬॥

শীঘ্রগামী দূতগণ-মুখে শ্রীহরির (ব্রজাগমন) সংবাদ পাইলে তখন উচ্চৈঃস্বরে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল এবং ব্রজের গৃহে গৃহে মঙ্গলধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল—বনরাজিও মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১॥ চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন আনন্দ-ভরে স্ফীত হইয়া থাকে—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের

সমুপাগতে বত মাধবে।
অটবীব সাগমদেত-তাং ॥ ৩ ॥

পরিষস্বজিরে হরিং মুদা নিজভাবৈ র্নিখিলা ব্রজৌকসঃ।
স্রবদস্রপরীত-বক্ষসো বরনীপ-স্তবক-প্রভোজ্জ্বলাঃ ॥ ৪ ॥
তত্রাগতাস্তে মুনয়ো বনস্থা দ্রষ্টুং হরিং সংযমিনো গৃহস্থাঃ।
সংপূজিতা স্তেন ধৃতাত্মভাবা স্তং তুষ্টুবুঃ সংস্ফুরদাত্মভাবাঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বেশ্বরস্ত্বং পরমুক্তিদস্ত্বং স্বাত্ম-প্রদস্ত্বং স্বজনানুরাগী।
ত্বমেব বিজ্ঞান-সুখাত্মমূর্ত্তিঃ শ্রীবৎস-লক্ষ্মী-নিলয় স্ত্বমেব ॥ ৬ ॥
বিভ্রাজিতঃ কৌস্তুভকান্তি-বৃন্দৈ র্জগজ্জনি-স্থেম-লয়ৈক-হেতুঃ।
অচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষাদিরূপো বিধ্যাদয়ো দেব! তবৈব ভৃত্যাঃ ॥৭॥
গোবিন্দ নন্দাত্মজ কংসবংশ-নিসূদন শ্রীধরঃ নঃ পুণীহি!
শ্রীগোকুলাধীশ জয় ত্বমুচ্চৈরিহ স্বকৈঃ সার্দ্ধমুদার-কীর্ত্তিঃ ॥ ৮ ॥

আগমনেও ব্রজভূমি সমুৎফুল্ল হইল ॥ ২ ॥ বসন্তের আগমনে বনপ্রদেশ যেমন বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—তদ্রূপ শ্রীমাধবের ব্রজাগমনেও ঐ ব্রজমণ্ডল আনন্দব্যাপ্ত হইল ॥ ৩ ॥ ব্রজবাসিরা সকলেই নিজ নিজ ভাবে আনন্দভরে শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিলেন—তাঁহারা নয়নজলে বক্ষোদেশ প্লাবিত করিলেন এবং উত্তমোত্তম কদম্বস্তবকের প্রভায় যেন সমুজ্জ্বল হইলেন ॥ ৪ ॥ তখন শ্রীহরির দর্শনোদ্দেশ্যে তথায় বনবাসী মুনিগণ এবং গৃহবাসী যতিগণ সকলেই সমবেত হইয়াছেন—তাঁহার আদর অভ্যর্থনায় সকলেই সৎকৃত হইয়া স্বরূপের উদ্বোধনে পরমাত্ম-ভাবের স্ফূর্ত্তি নিবন্ধন তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ "তুমিই সর্ব্বেশ্বর, তুমিই পরম মুক্তিদাতা, তুমি নিজ আত্মাকেও দান করিয়া থাক—তুমি ভক্তজনানুরাগী—তুমিই বিজ্ঞানানন্দ-ঘনমূর্ত্তি, তুমিই শ্রীবৎস-লাঞ্ছন ও লক্ষ্মীপতি ॥ ৬ ॥ "তুমিই কৌস্তুভের কান্তি-রাজীতে দেদীপ্যমান হইতেছ—তুমিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র নিদান—তুমি অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ও সর্ব্বাদি পুরুষোত্তম, হে দেব! ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেই তোমার ভৃত্য ॥ ৭ ॥ "হে গোবিন্দ! হে নন্দনন্দন! হে কংস-

তব ভক্তিরচ্যুত করোতি পরাং
মুদিরদ্যুতে মুদ মুদারমণে !
প্রতিদেহি তাং নববিধাং তদিমাং
বৃণুমো বয়ং বরমতো ন পরম্ ॥ ৯ ॥

শিবিকাশ্বরথবাজি-রাজিতৈ বিপিনেষু স্বজনৈরথাবৃতঃ।
বিহরন্ রসভোজনৈরথো মুমুদেঽসৌ পরয়া শ্রিয়াঞ্চিতঃ ॥১০॥
সখিভিঃ সহ ধেনু-সঞ্চয়ান্ স্বসমানৈ গুণরূপ-সম্পদা।
গিরিরাজ-বনেষু পালয়ন্ বিবিধাঃ কেলিকলা স্ততান সঃ ॥১১॥
বনিতাঃ স নিতান্ত-সুন্দরী র্নিশি বৃন্দাবিপিনে বিশন্ দরীঃ।
সুখসীমবিলাসলালসঃ প্রভুরানন্দময়োঽপ্যরীরমৎ ॥ ১২ ॥

এতা বিষ্ণো র্নন্দপুত্রস্য নিত্যা লীলা নিত্যানন্দমূর্ত্তেঃ প্রদিষ্টাঃ।
শ্রদ্ধাবদ্ভিঃ কীর্ত্ত্যমানাঃ সমন্তাৎ সংসারাগ্নিং প্রৌঢ়মুন্মূলয়ন্তি ॥১৩॥

বংশ-নিসূদন ! হে শ্রীধর ! আমাদিগকে পবিত্র কর—হে গোকুলাধীশ ! হে উদারকীর্ত্তি ! তুমি নিজগণের সহিত সর্ব্বথাই জয়যুক্ত হও ॥ ৮ ॥ "হে অচ্যুত ! হে মেঘশ্যামল ! হে উদার শিরোমণি ! তোমাতে ভক্তিই পরম আনন্দদান করিয়া থাকে—অতএব আমরা সেই নববিধা ভক্তিই প্রার্থনা করি ; তাহাই আমাদিগকে দান কর—অন্য কিছুই যাচ্ঞা করিনা" ॥ ৯ ॥ তৎপরে তিনি শিবিকা, রথ ও অশ্বাদি-যানে আরোহণপূর্ব্বক পরম শোভা-সম্পন্ন এবং স্বপরিকরে বেষ্টিত হইয়া বনে বনে বিহার করিতে করিতে রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ গুণে, রূপে ও সম্পদে নিজ সমান সখাগণের সহিত তিনি গিরিরাজের বনে বনে ধেনুসমূহ পালন করিতে করিতে বিবিধ কেলিকলা বিস্তার করিলেন ॥১১॥ অত্যুৎকৃষ্ট বিলাস-লালস সেই আনন্দময় প্রভু অতি সুন্দরী বনিতাগণকে বৃন্দাবনে নিশিযোগে আনয়ন করিয়া গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১২ ॥ নন্দনন্দন নিত্যানন্দময় বিষ্ণুর এই সকল নিত্য লীলা শাস্ত্রসমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছে—শ্রদ্ধাবান জনগণ ইহা কীর্ত্তন করিলে মহাসংসার-দাবাগ্নিও সম্যক্ প্রকারে উন্মূলিত হইবে ॥ ১৩ ॥

বিদ্যাভূষণ-ভণিতং হরি-চরিতং চিৎসুখাত্মকং হ্যেতৎ।
পরিগীতং শুকমুনিনা সদ্ভিঃ সেব্যং স্বরূপমিব ॥ ১৪ ॥
ঐশ্বর্য্যাপরিকীর্ত্তনাদ্ ব্রজবিধোঃ কৃষ্ণস্য যে সাধব
স্তাপাগ্নি-প্রতিলীঢ়হৃৎসরসিজাঃ ম্লায়ন্তি শুষ্যত্ত্বিষঃ।
তেষাং তাপ-বিমর্দ্দনায় বিশদা শ্রীসার্ব্বভৌম-প্রভোঃ
কারুণ্যাদুদিতেয়মাশু ভবতাদৈশ্বর্য্য-কাদম্বিনী ॥ ১৫ ॥
ঐশ্বর্য্য-পূর্ব্বেয়মপূর্ব্ব-পর্ব্বা কাদম্বিনী নন্দসুতাবলম্বা।
স্যাদ্ ভূবিয়ৎসিন্ধুশশাঙ্ক-শাকে সতাং প্রিয়া
তচ্চরণাশ্রিতানাং ॥ ১৬ ॥

ইত্যৈশ্বর্য্য-কাদম্বিন্যাং শ্রীগোকুলাগমনাদ্যুত্তর-লীলাবর্ণনং
সপ্তমী বৃষ্টিঃ ॥ ৭ ॥

চিদানন্দাত্মক শ্রীহরি-বিগ্রহবৎ চিৎসুখঘন ও শুকমুনি-কর্ত্তৃক পরিগীত বিদ্যাভূষণ-কথিত এই চরিত (লীলা) সজ্জনগণ আস্বাদন করুন ॥ ১৪ ॥ ব্রজচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তিত হয় নাই বলিয়া যে সকল সাধুর হৃদয়-পদ্ম তাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে—এবং যাঁহাদের দেহ ম্লান হইতেছে—তাঁহাদেরই তাপনাশ করিবার জন্য শ্রীল মহাপ্রভুর [অথবা শ্রীকৃষ্ণদেব সার্বভৌমের] করুণায় শীঘ্রই বিশদ (নির্ম্মল) ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী (মেঘ) উদিত হউক ॥ ১৫ ॥ নন্দ-নন্দনাবলম্বী ঐ অপূর্ব্ব প্রস্তাবযুক্তা 'ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী' ১৭০১ শাকে রচিত হইয়া শ্রীহরির চরণাশ্রিত সজ্জনগণের প্রিয় হউক ॥ ১৬ ॥

ইতি সপ্তম বৃষ্টি ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিদেবের চুম্বিয়া চরণ।
ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী-(ভাষা) অনুবাদ হ'ল সমাপন ॥

শ্রীশ্রীমদ্ গুরবে সমর্পণমস্তু ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ 'হরিবোলকুটীরতঃ প্রকাশিতঃ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃতং

১। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতং   ২। আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ।

শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃতঃ   ৩। শ্রীশ্রীলীলাস্তবঃ

শ্রীশ্রীমদ্ রূপগোস্বামি-প্রণীতঃ

৪। শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ.   ৫। শ্রীবিরুদাবলি-লক্ষণং

৬। শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যং

শ্রীশ্রীমদ্ জীবগোস্বামি-কৃতা

৭। শ্রীগোপালবিরুদাবলী   ৮। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ

৯। শ্রীমাধবমহোৎসবং মহাকাব্যং   ১০। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা

১১। শ্রীযোগসারস্তব টীকা   ১২। ধাতুসংগ্রহঃ

শ্রীশ্রীমৎ কবিকর্ণ পূরগোস্বামি-কৃতা

১৩। শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রণীতঃ

১৪। শ্রীদানকেলিচিন্তামণিঃ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতং

১৫। শ্রীসুরতকথামৃতং   ১৬। শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী

১৭। শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা   ১৮। শ্রীগোপালতাপনী টীকা

শ্রীল রাধাদামোদর প্রভুপাদ কৃতঃ   ১৯। ছন্দঃকৌস্তুভঃ

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃতঃ

২০। সিদ্ধান্ত দর্পণঃ   ২১। শ্রীগোপালতাপনী টীকা

শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামি-প্রণীতা

২২। শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলিঃ—১। শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতং ২। শ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ ৩। শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী ৪। শ্রীহরিভক্তিরসামৃতটীকা [বিশ্বনাথ ও মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃত] ৫। শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা ৬। লঘু হরিনামামৃত ব্যাকরণং ৭। শ্যামানন্দ-শতকং ৮। পরকীয়ারসসিদ্ধান্ত-সংগ্রহঃ ৯। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ঃ (বায়ুপুরাণ) ১০। মধুকেলিবল্লী ১১। দুর্লভসার ১২। মুক্তাচরিতের পয়ারে অনুবাদ।